অন্ত্য-লীলা

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহঃ সতঃ।
ভজে যেষাং প্রসাদেন পামরোঽপ্যমরো ভবেৎ ॥ ১ ॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

আর বৎসর যদি গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সভারে মিলিলা ॥ ২
এইমত বিলসে প্রভু ভক্তগণ লঞা।
হেনকালে বল্লভভট্ট মিলিল আসিয়া ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃতটীকা।

যেষামনুগ্রহমাত্রেণ পামরোঽতিনীচোঽপি অমরো ভবেৎ দেব ইব পূজ্যো ভবেদিত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্ত্যলীলার এই সপ্তম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকর্ত্তৃক ভক্তগণের গুণকীর্ত্তন, বল্লভ-ভট্টের পাণ্ডিত্য-গর্ব্বনাশ এবং তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপা-প্রকটনাদি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যেষাং (যাঁহাদিগের) প্রসাদেন (অনুগ্রহে) পামরঃ অপি (পামর ব্যক্তিও) অমরঃ অমর—দেবতাতুল্য পূজনীয়) ভবেৎ (হয়) [তান্] (সেই) চৈতন্য-চরণাম্ভোজ-মকরন্দলিহঃ (শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মের মকরন্দলেহনশীল) সতঃ (সাধুগণকে) নৌমি (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। যাঁহাদিগের অনুগ্রহে অতি পামর ব্যক্তিও অমর-দেবতুল্য পুজ্য হইতে পারে, সেই শ্রীচৈতন্যদেবের পাদ-পদ্মের মকরন্দলেহনশীল সাধুগণকে বন্দনা করি। ১

চৈতন্য-চরণাম্ভোজ-মকরন্দলিহঃ—চৈতন্যের (শ্রীচৈতন্যদেবের) চরণরূপ অম্ভোজের (কমলের) মকরন্দ (মধু) লেহন করেন যাঁহারা, শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ-সেবার আনন্দ অনুভব করেন যাঁহারা, তাদৃশ গৌরগত-প্রাণ ভক্তগণ।

এই শ্লোকে গৌর-ভক্তের মহিমার কথা বলা হইয়াছে; গৌরভক্তের অনুগ্রহে অতি নীচবর্ণে সমুদ্ভূত—কিম্বা আচরণে অতি হীনব্যক্তিও দেবতুল্য পূজনীয় হইতে পারে। বস্তুতঃ গৌরভক্তগণ পতিত-পাবন।

এই পরিচ্ছেদে যে ভক্তমহিমা কীর্ত্তিত হইবে, এই শ্লোকে তাহারই পূর্ব্বাভাস দেওয়া হইয়াছে।

এই শ্লোকের স্থলে এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়:—

"শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমকরন্দলিহো ভজে। যেষাং প্রসাদমাত্রেণ পামরোঽপ্যমরো ভবেৎ ॥"-অর্থ একই।

২। **আর বৎসর**—পরের বৎসরে। "বর্ষান্তরে"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

৩। **বিলসে**—বিহার করেন। **বল্লভ-ভট্ট**—প্রভু যখন কাশীতে ছিলেন, তখন বল্লভ-ভট্ট, কাশীর নিকটবর্ত্তী আড়াইল গ্রামে বাস করিতেন। কাশীতে অবস্থানকালে ইঁহার প্রতি কৃপা করিয়া প্রভু একদিন তাঁহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ২।৪।১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণ।
প্রভু ভাগবতবুদ্ধ্যে কৈল আলিঙ্গন॥ ৪
মান্য করি প্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা—॥ ৫
বহুদিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈল, দেখিল তোমারে॥ ৬
তোমারে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান্।
ব্রজেন্দ্রনন্দন তুমি, ইথে নাহি আন॥ ৭
তোমারে স্মরণ করে, সে হয় পবিত্র।
দর্শনে পবিত্র হয় ইথে কি বিচিত্র ?॥ ৮

তথাহি (ভাঃ ১।১৯।৩৩)—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ
কিং পুনর্দ্দর্শনস্পর্শ-পাদশৌচাসনাদিভিঃ॥ ২

কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনে নহে তার প্রবর্ত্তন॥ ৯
তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি, এই ত প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি ইথে নাহি আন॥ ১০
জগতে করিলে কৃষ্ণনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে, সে-ই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥ ১১
প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা—শাস্ত্রের প্রমাণে॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যেষাং সংস্মরণাৎ যৎকর্ত্তৃকাৎ যৎকর্ম্মকাদ্বা। গৃহা অপি কিং পুনঃ কলত্র-পুত্র-দেহাঃ। চক্রবর্ত্তী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪। **ভাগবত-বুদ্ধ্যে**—ভাগবত (বৈষ্ণব)-জ্ঞানে ; ভগবদ্ভক্ত-জ্ঞানে।

৭। "ব্রজেন্দ্রনন্দন তুমি" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধের পরিবর্ত্তে কোনও কোনও গ্রন্থে "তোমার দর্শন পায় যেই সেই ভাগ্যবান্" এইরূপ পাঠান্তর আছে।

শ্লো। ২। অন্বয়। যেষাং (যাঁহাদিগের) সংস্মরণাৎ (স্মরণে) পুংসাং (পুরুষের—লোকের) গৃহাঃ (গৃহাদি) সদ্যঃ বৈ (তৎক্ষণাৎই) শুদ্ধ্যন্তি (পবিত্র হয়), [তেষাং] (তাঁহাদিগের) দর্শন-স্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ (দর্শন, স্পর্শন, পাদ-প্রক্ষালন এবং উপবেশনাদিদ্বারা) কিং পুনঃ (কি আবার—যে পবিত্র হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি) ?

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন :—যাঁহাদিগের স্মরণ-মাত্রেই পুরুষের গৃহাদি তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়, তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন এবং উপবেশনাদি দ্বারা যে পবিত্র হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে ? ২

যেষাং সংস্মরণাৎ—যাঁহাদিগকে স্মরণ করিলে—যে গৃহে বসিয়া স্মরণ করা হয়, সেই গৃহ (এবং যিনি স্মরণ করেন, তিনি ও তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদি) পবিত্র হয় ; অথবা, যাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হইলে (লোকের গৃহ, গৃহবাসী প্রভৃতি) পবিত্র হয়।

ভগবানের দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালনাদিদ্বারা যে লোক এবং লোকের গৃহাদি পবিত্র হইতে পারে—এমন কি ভগবানের স্মরণমাত্রেই যে লোক পবিত্র হইতে পারে, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। এইরূপে এই শ্লোক ৮-পয়ারোক্তির প্রমাণ।

৯। **কৃষ্ণ-শক্তি** ইত্যাদি—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ব্যতীত অপর কাহারও এমন শক্তি নাই, যাহাতে কৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিত হইতে পারে। **তার প্রবর্ত্তন**—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন (প্রচার)।

১০। **তাহা**—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন। **এই ত প্রমাণ**—তুমি যে কৃষ্ণ-শক্তি ধর, তাহার প্রমাণ।

১২। **কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা**—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই প্রেমদানে সমর্থ, অন্য কেহ, এমন কি অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপও প্রেমদানে সমর্থ নহেন। মহাপ্রভু প্রেমদাতা ; সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণ; ইহাই ভট্টের প্রতিপাদ্য।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে,
(৫।৩৭) বিল্বমঙ্গলবচনম্—

সন্তবতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥ ৩

মহাপ্রভু কহে শুন ভট্ট মহামতি।
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি, না জানি বিষ্ণুভক্তি ॥১৩

অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল ॥ ১৪

সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নাহি যাঁর সমান।
অতএব 'অদ্বৈত-আচার্য্য' তাঁর নাম ॥ ১৫

যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা-শক্তি ? ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৩।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১২-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৩। মায়াবাদী ইত্যাদি—শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজের দৈন্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত নিজেকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। ৩।৪।১৬৯ এবং ২।৮।৪২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বল্লভ-ভট্টের নিকট প্রভুর এইরূপ দৈন্য প্রকাশ করার একটী গূঢ় উদ্দেশ্যও বোধহয় ছিল। এই পরিচ্ছেদের পরবর্ত্তী অংশ হইতে দেখা যাইবে, বল্লভ-ভট্ট একটী বড় অভিমান লইয়া এবার প্রভুর নিকটে আসিয়াছিলেন। "আমি সে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সব জানি। আমি সে ভাগবত-অর্থ উত্তম বাখানি ॥ ৩।৭।৪১ ॥"—ভট্টের মনে এইরূপ একটী অভিমান ছিল। অন্তর্য্যামী প্রভু ইহা জানিয়া তাঁহারই মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ করিবার নিমিত্ত, সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্ব-বিষয়ে নিজের দৈন্য দেখাইলেন এবং প্রভুর পার্ষদবর্গের—যাঁহাদের সিদ্ধান্ত-জ্ঞানাদি-সম্বন্ধে ভট্টের ধারণা বিশেষ উচ্চ ছিল না, সেই পার্ষদবর্গের—মহিমা প্রকাশ করিলেন।

১৪। প্রভু দৈন্য করিয়া বলিলেন, "আমার মন নির্ম্মল ছিল না; কেবল অদ্বৈত-আচার্য্যের সঙ্গ-গুণেই আমার চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে।" প্রভু আরও বলিলেন—"অদ্বৈত-আচার্য্য সাধারণ জীব নহেন, তিনি মহাবিষ্ণু, সুতরাং ঈশ্বর-তত্ত্ব।"

১৫। প্রভু শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য সম্বন্ধে আরও বলিলেন—"ভট্ট! সমস্ত শাস্ত্রেই অদ্বৈত-আচার্য্যের অসাধারণ অভিজ্ঞতা; তাঁহার মত শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অপর কাহারও নাই। কেবল শাস্ত্র-জ্ঞানে অভিজ্ঞতা মাত্র নহে, শাস্ত্রের মর্ম্ম তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার আচরণও সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রসম্মত; বাস্তবিক, কৃষ্ণভক্তিতে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই নাই।" "মূল-ভক্ত অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ। ভক্ত-অবতার তহিঁ অদ্বৈতগণন ॥ ১।৬।৭৮ ॥"

শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব আদির ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

অদ্বৈত—ন দ্বৈত, নাই দ্বৈত বা দ্বিতীয় যাঁহার; অদ্বিতীয়; সমস্ত-শাস্ত্রের অভিজ্ঞতায় এবং কৃষ্ণভক্তিতে তাঁহার দ্বিতীয়স্থানীয় কেহ নাই বলিয়া—তিনিই অদ্বিতীয় বলিয়া তাঁহার নাম অদ্বৈত। **আচার্য্য**—যিনি ভক্তিপ্রচার করেন, তাঁহাকে আচার্য্য বলে, "আচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ" (১।৬।৩ শ্লোক); ভক্তি-প্রচার-বিষয়েও তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। এইরূপে, শাস্ত্রজ্ঞানে, কৃষ্ণভক্তিতে এবং ভক্তি-প্রচার-কার্য্যে অদ্বিতীয় ছিলেন বলিয়া তিনি "অদ্বৈত-আচার্য্য" বলিয়া খ্যাত।

"কৃষ্ণভক্ত্যে"-স্থলে "কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি" বা "কৃষ্ণপ্রেমভক্ত"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

১৬। প্রভু আরও বলিলেন—"ভট্ট! শ্রীঅদ্বৈতের বৈষ্ণবতা-শক্তির কথা কেহই বলিয়া শেষ করিতে পারে না; অন্যের কথা তো দূরে, ম্লেচ্ছ পর্য্যন্তও তাঁহার কৃপায় কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারে।" **বৈষ্ণবতা-শক্তি**—বৈষ্ণবত্ব-দানের (বৈষ্ণব করার) শক্তি। অথবা, বৈষ্ণবোচিত শক্তি।

নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
ভাবোন্মাদে মত্ত কৃষ্ণ-প্রেমের সাগর ॥ ১৭
ষড়্দর্শনবেত্তা ভট্টাচার্য্য-সার্ব্বভৌম।
ষড়্দর্শনে জগদ্গুরু ভাগবতোত্তম ॥ ১৮
তেঁহো দেখাইল মোরে ভক্তিযোগের পার।
তাঁর প্রসাদে জানিল কৃষ্ণভক্তিযোগ সার ॥ ১৯
রামানন্দরায় মহাভাগবত-প্রধান।
তেঁহো জানাইল—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥ ২০
তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থশিরোমণি।
রাগমার্গে প্রেমভক্তি সর্ব্বাধিক জানি ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭। শ্রীঅদ্বৈতের মহিমা বলিয়া এক্ষণে প্রভু শ্রীনিতাইচাঁদের মহিমা বলিতেছেন। "ভট্ট! শ্রীনিত্যানন্দকে দেখিতে যদিও অবধূতের মত দেখায়, তিনি কিন্তু জীব নহেন—তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই দ্বিতীয় কলেবর, তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি। তিনি কৃষ্ণ-প্রেমের মহাসমুদ্রতুল্য; সর্ব্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে বাহ্যস্মৃতিশূন্য হইয়া থাকেন; কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও বা নৃত্য করেন—উন্মাদের অবস্থা; প্রেমে তিনি উন্মত্ত, মাতোয়ারা। তিনি যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনিই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে সমর্থ।" ভঙ্গীতে প্রভু বোধ হয় জানাইলেন—"ভট্ট! শ্রীনিতাই-চাঁদের কৃপাতেই কৃষ্ণ-প্রেমলাভের কিছু সৌভাগ্য আমার হইয়াছে।"

অবধূত—২।১২।১৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮-১৯। এইক্ষণে দুই পয়ারে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মহিমা বলিতেছেন।

"ভট্ট! সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত—এই ছয় দর্শনে সার্ব্বভৌমের অভিজ্ঞতা অতুলনীয়। এই ছয় দর্শনে তিনি সমগ্র জগতের গুরুস্থানীয়। কেবল ইহাই নহে—তিনি উত্তম ভাগবত (ভগবদ্-ভক্তিপরায়ণ)। সার্ব্বভৌমই কৃপা করিয়া আমাকে ভক্তিযোগের অবধি দেখাইলেন; কৃষ্ণভক্তিই যে জীবের একমাত্র অভিধেয়, একমাত্র কর্ত্তব্য, ভক্তিযোগই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন—সার্ব্বভৌমের কৃপাতেই তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি।"

"ষড়্দর্শনে জগদ্গুরু"-স্থলে "সর্ব্বশাস্ত্রে জগদ্গুরু"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **সর্ব্বশাস্ত্রে**—ষড়্দর্শন এবং অন্যান্য শাস্ত্রে। **জগদ্গুরু**—জগতের সকলের অধ্যাপক-স্থানীয়। **প্রসাদে**—কৃপায়।

ভক্তিযোগের পার—ভক্তিযোগের সীমা; ভক্তিসম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য।

কৃষ্ণভক্তিযোগ সার—কৃষ্ণভক্তিযোগই যে সমস্ত সাধনের মধ্যে সার (শ্রেষ্ঠ), তাহা। তাহাই যদি না হইবে, তাহা হইলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জ্ঞানমার্গ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিযোগ অবলম্বন করিবেন কেন?

২০। এক্ষণে রামানন্দরায়ের মহিমা বলিতেছেন। "ভট্ট! রামানন্দরায় মহাভাগবতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্, রামানন্দরায়ের নিকটেই আমি তাহা জানিয়াছি।"

"মহাভাগবতপ্রধান" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "কৃষ্ণরসের নিধান" পাঠান্তর আছে। অর্থ—রামানন্দ কৃষ্ণরসের নিধান বা আকর।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের স্থলে এইরূপ পাঠ আছে—"রামানন্দরায় জানাইল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তাতে প্রেম-নাম-ভক্তি সব হৈল জ্ঞান॥" তাতে—তাঁহা হৈতে, রামানন্দ হইতে। অথবা, তাতে—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ একথা রামানন্দরায় জানাইয়াছেন বলিয়াই প্রেম-নাম-ভক্তি-আদির সমস্ত তত্ত্ব আমি জানিতে পারিয়াছি। কৃষ্ণতত্ত্ববর্ণন উপলক্ষ্যে তিনি প্রেমতত্ত্ব, নামতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্বও বলিয়াছেন। অথবা; তাতে—শ্রীকৃষ্ণে।

২১। তাতে প্রেমভক্তি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্, এই তত্ত্ব বর্ণন উপলক্ষ্যে রামানন্দরায় আনুষঙ্গিকভাবে সমস্ত তত্ত্বই বর্ণন করিয়াছেন; তাহাতে জানিতে পারিয়াছি যে, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি কাম্যবস্তুর মধ্যে প্রেমভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—প্রেমভক্তিই জীবের পুরুষার্থ-শিরোমণি। যত রকমের সাধন আছে, তাহাদের মধ্যে আবার রাগানুগামার্গের ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুরভাব আর।
দাস সখা গুরু কান্তা আশ্রয় যাহার ॥ ২২

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত, কেবলাভাব আর।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২২। রাগমার্গের ভজনের মধ্যে আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিভাবের ভজন আছে; এই চারিভাবের মধ্যে আবার মধুর-ভাবই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা দেখাইতেছেন। দাস্যভাবের আশ্রয় রক্তক-পত্রকাদি নন্দমহারাজের দাসবর্গ, সখ্যভাবের আশ্রয় সুবলাদি সখাবর্গ, বাৎসল্যভাবের আশ্রয় নন্দ-যশোদাদি শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গ এবং মধুরভাবের আশ্রয় শ্রীরাধিকাদি কৃষ্ণকান্তাবর্গ।

দাস-সখা-গুরু ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধের স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "পরম মধুর সেই কান্তাশ্রয় যার।" পাঠান্তর আছে।

২৩। প্রেমভক্তির সাধন আবার দুই রকমের—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত প্রেমভক্তি এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধা প্রেমভক্তি। এই দুইরকম সাধনের মধ্যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ-প্রেমভক্তির সাধনই শ্রেষ্ঠ; এই সাধনেই অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময়ী সেবা পাওয়া যায়; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত প্রেমভক্তির সাধনে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না, ব্রজেন্দ্রনন্দনের ঐশ্বর্য্যময়-স্বরূপ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের সেবা পাওয়া যায়।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত—যে প্রেমভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান ভক্তের হৃদয়ে জাগরূক থাকে। "শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন, তিনি অনন্তকোটি প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডের এবং অনন্তকোটি ভগবদ্ধামের একমাত্র অধীশ্বর, অনন্তকোটি ভগবৎ-স্বরূপের একমাত্র মূল, তিনি আত্মারাম, পূর্ণতম ভগবান্—আর আমি অতি ক্ষুদ্র,"—এই জাতীয় ভাবই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত ভাব। তত্ত্বতঃ ইহা সত্য হইলেও এইরূপ ভাব যতক্ষণ হৃদয়ে থাকে, ততক্ষণ ভগবানের প্রতি ভক্তের মমতাবুদ্ধি গাঢ় হইতে পারে না—সুতরাং অবাধভাবে ভগবানের সেবাও চলিতে পারে না। এইরূপ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্ত সেবাতে ভগবান্‌ও প্রীত হয়েন না—"ঐশ্বর্য্যভাবেতে সব জগত মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত॥ আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। তার প্রেমে-বশ আমি না হই অধীন॥ ১।৪।১৬-১৭॥"

কেবলাভাব—কেবলা প্রেমভক্তি। যাহাতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রিত নাই, যাহাতে স্বসুখ-বাসনার গন্ধ পর্য্যন্তও নাই এবং যাহা একমাত্র কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী, তাহাই কেবলা। কেবলা প্রেমভক্তির আশ্রয় যাঁহারা, তাঁহাদের নিকটে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের আধার স্বয়ং ভগবান্‌ও সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বর্য্যহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণতঃ ভগবান্ বলিয়া মনে করেন না, নিজেদের পরম-আত্মীয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের প্রেমের এমনি প্রভাব যে, তাঁহাদের সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার কথাও শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভুলিয়া যান, তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকেও তাঁহাদের আত্মীয় বলিয়াই মনে করেন; তাঁহাদের সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের কোনও ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইলেও তাঁহারা তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের অপেক্ষা বড়ও মনে করেন না, প্রীতি ও মমতার আধিক্যবশতঃ (অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞাবশতঃ নহে) তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজের অপেক্ষা হীন বা অন্ততঃ নিজেদের সমানই মনে করেন। তাঁহাদের এই জাতীয় প্রেমে শ্রীকৃষ্ণও অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন। "আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীন। সেইভাবে আমি হই তাহার অধীন॥ ১।৪.২০॥" এইরূপ ভাব কেবল শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার পরিকরদের মধ্যেই সম্ভব, অন্যত্র নহে, অন্য কাহারও মধ্যেও নহে। তাই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ নরলীল—কিন্তু দেবলীল বা ঈশ্বর-লীল নহেন।

কেবলা-প্রীতিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতাবুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; তাই তাঁহাকে সুখী করিবার বাসনার গাঢ়তাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি পাই ইত্যাদি—যাঁহারা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভজন করেন, তাঁহারা শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে পারেন না, তাঁহার ঐশ্বর্য্যাত্মক ধাম বৈকুণ্ঠে তাঁহার ঐশ্বর্য্যাত্মক স্বরূপ শ্রীনারায়ণকে পাইতে পারেন। কারণ, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং

তথাহি (ভাঃ ১০।৯।২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ৪

'আত্মভূত' শব্দে কহে পারিষদগণ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৪

তথাহি (ভাঃ ১০।৪৭।৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ৫

শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করিল বন্ধন ॥ ২৫

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্তথৈব ভজাম্যহম্। গীতা। ৪।১১॥" "আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে। তাকে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥ ১।৪।১৮॥"

ঐশ্বর্য্যভাবের ভজনে যে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাওয়া যায় না, তাহার প্রমাণস্বরূপে পরবর্ত্তী "নায়ং সুখাপঃ" শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৪৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২৩-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

২৪। "নায়ং সুখাপঃ" শ্লোকে বলা হইয়াছে, যাঁহারা "আত্মভূত," ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের ভজনে তাহারাও যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে পারেন না। এক্ষণ, "আত্মভূত" শব্দের অর্থ কি, তাহাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে।

আত্মভূত-শব্দে ইত্যাদি—শ্লোকস্থ "আত্মভূত"-শব্দে ভগবৎ-পার্ষদগণকে বুঝাইতেছে। আত্ম হইতে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি হইতে) ভূত (অর্থাৎ প্রকটিত) যাঁহারা তাঁহারাই আত্মভূত; শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বিলাস-স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষ্মী ইত্যাদি—ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বিলাস-স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণও যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাইতে পারেন না, তাহার প্রমাণ স্বয়ং লক্ষ্মীঠাকুরাণী। নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মী ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে অভিলাষিণী হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাব থাকাতে, সুতরাং শুদ্ধমাধুর্য্য-মার্গের রীতি-অনুসারে গোপীদিগের আনুগত্য স্বীকার না করাতে, তাহা পাইতে পারেন নাই। ইহার প্রমাণরূপে পরবর্ত্তী "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ" শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২৪-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

২৫। শুদ্ধভাবে—কেবলা ভাবে; ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন প্রেম দ্বারা। **সখা**—সুবলাদি সখাগণ। সুবলাদির শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি ছিল না; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গৌরব-বুদ্ধি-বশতঃ কোনওরূপ সঙ্কোচাদিও তাঁহাদের ছিল না; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের সমান, নিজেদের ন্যায়ই রাখাল বলিয়া মনে করিতেন। তাই খেলার সময়ে নিঃসঙ্কোচে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কাঁধেও চড়িতেন। মমতাবুদ্ধির আধিক্যই ইহার হেতু। **ব্রজেশ্বরী**—যশোদা। **করিল বন্ধন**—দাম-বন্ধন-লীলার কথা বলা হইতেছে।

মমতাবুদ্ধির আধিক্য-বশতঃ যশোদা-মাতা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্ব-বিষয়ে আপনা অপেক্ষা হীন মনে করিতেন; তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিজের লাল্য এবং নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের লালক মনে করিতেন; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে অসহায় দুগ্ধপোষ্য নির্ব্বোধ শিশু। তাই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের নিমিত্ত, তিনি তাঁহার তাড়ন, ভৎর্সন, এমন কি, বন্ধন পর্য্যন্তও করিয়াছেন।

এই পয়ারে কেবলা প্রেমভক্তির মাহাত্ম্য বলিতেছেন। কেবলা-প্রেমের আশ্রয় সুবলাদি সখাবর্গ এবং ব্রজেশ্বরী যশোদা-মাতা শ্রীকৃষ্ণকে এমন ভাবেই পাইয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যেন সর্ব্বতোভাবেই তাঁহাদের বশীভূত, অধীন; তাই তাঁহারা যাহা কিছু করিতেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতির সহিত গ্রহণ করিতেন—প্রীতির সহিত সুবলাদিকে কাঁধে

'মোর সখা' 'মোর পুত্র' এই শুদ্ধ মন।
অতএব শুক ব্যাস করে প্রশংসন ॥ ২৬

তথাহি (ভাঃ ১০।১২।১১)—
ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ৬

তথাহি (ভাঃ ১০।৮।৪৬)—
নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥ ৭

ঐশ্বর্য্য দেখিলেহো শুদ্ধের নহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান।
অতএব ঐশ্বর্য্য হৈতে কেবলাভাব প্রধান ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিতেন, যশোদা-মাতার বন্ধন স্বীকার করিতেন। সুবলাদির স্কন্ধারোহণ এবং যশোদা-মাতার বন্ধন যে তিনি "প্রীতির সহিত" অঙ্গীকার করিতেন, তাহার প্রমাণ কি? এই অঙ্গীকারই তাহার প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্, ইচ্ছা করিলে বন্ধনাদি তিনি অঙ্গীকার না করিতেও পারিতেন; জোর করিয়া তাঁহাকে কেহই বন্ধনাদি অঙ্গীকার করাইতে পারিত না; এমন শক্তি কাহারও ছিল না, থাকিতেও পারে না। যদি বন্ধনাদিতে তাঁহার প্রীতি না হইত, তাহা হইলে তিনি কখনও তাহা অঙ্গীকার করিতেন না।

শ্রীকৃষ্ণ যে একমাত্র কেবলা প্রীতিরই সর্ব্বতোভাবে বশীভূত, এই পয়ারই তাহার প্রমাণ।

২৬। কেবলা প্রীতির আরও মাহাত্ম্য বলিতেছেন।

মোর সখা—শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, এই জ্ঞান সুবলাদি সখাগণের নাই; তাঁহারা জানেন—"শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সখা, আমাদের মতই গরুর রাখাল।"

মোর পুত্র—শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, এই জ্ঞান যশোদা-মাতারও নাই; তিনি জানেন—"শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র, নিতান্ত অসহায়, শিশু, নির্ব্বোধ। আমি ছাড়া তাহার আর অন্য গতি নাই।"

উভয়েই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন, উভয়েরই নিজেদের প্রতি যেমন, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও সাধারণতঃ মনুষ্যবুদ্ধি; মমতাবুদ্ধির আধিক্যই ইহার হেতু। কেবলা-প্রীতির এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণরূপ মাহাত্ম্য-বশতঃই শুকদেব-গোস্বামী এবং ব্যাসাদি মহর্ষিগণ এই কেবলা-প্রীতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী দুই শ্লোক এই প্রশংসার প্রমাণ।

শ্লো। ৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোক ২৫-পয়ারের প্রথমার্দ্ধের এবং ২৬-পয়ারের "মোর সখা"-পদের প্রমাণ।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোক ২৫-পয়ারের শেষার্দ্ধের এবং ২৬ পয়ারের "মোর পুত্র"-পদের প্রমাণ।

২৭। **ঐশ্বর্য্য দেখিলেহো**—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখিতে পাইলেও। **শুদ্ধের**—শুদ্ধভাবযুক্ত ভক্তের, কেবলা-প্রীতির আশ্রয় যাঁহারা তাঁহাদের। **নহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান**—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন না।

কেবলা-প্রীতির বিলাস-স্থল ব্রজে যে ঐশ্বর্য্য নাই, তাহা নহে। ব্রজের মাধুর্য্য যেমন অসমোর্দ্ধ, ব্রজের ঐশ্বর্য্যও তেমনি অসমোর্দ্ধ। ঐশ্বর্য্য-বিকাশের প্রণালীও ব্রজে অদ্ভুত। অন্যান্য ধামে, ঐশ্বর্য্য আত্ম-বিকাশ করিতে ভগবানের ইচ্ছা বা আদেশের অপেক্ষা রাখে; কিন্তু ব্রজে এইরূপ কোনও অপেক্ষা নাই—প্রয়োজন-স্থলে ঐশ্বর্য্যশক্তি আপনা-আপনিই যথোপযুক্তভাবে আত্ম-প্রকট করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখিতে পাইলেও ব্রজপরিকর-গণ তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন না। ২।১৯।১৭২ পয়ারের এবং ২।২১।৯২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

অতএব ঐশ্বর্য্য হৈতে ইত্যাদি—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত-ভাব হইতে কেবলা-প্রীতির ভাব শ্রেষ্ঠ। কারণ, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে গৌরব-বুদ্ধিময় সঙ্কোচবশতঃ মমতাবুদ্ধি বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে না; সুতরাং "শ্রীকৃষ্ণ আমারই, অপর কাহারও নহেন" এইরূপ মদীয়তাময় ভাবের অভাব-হেতু ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে প্রীতিপূর্ণ সেবা, মন-প্রাণ-ঢালা সেবা সম্ভব হয় না—কৃষ্ণের সঙ্গে বিশেষরূপ মাখামাখিভাব, নিতান্ত আপনা-আপনি ভাব হইতে পারে না। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে

তথাহি (ভাঃ—১০।৮।৪৫)—
ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাঙ্খ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামান্যতাত্মজম্॥ ৮

এসব শিক্ষাইল মোরে রায় রামানন্দ।
অনর্গল রসবেত্তা প্রেমসুখানন্দ॥ ২৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মায়াবলোদ্রেকমাহ ত্রয্যা ইতি। ইন্দ্রাদিরূপেণ উপনিষদ্ভিঃ ব্রহ্মেতি সাংখ্যৈঃ পুরুষ ইতি যোগৈঃ পরমাত্মেতি সাত্বতৈ র্ভগবানিতি উপগীয়মানং মাহাত্ম্যং যস্য তম্। স্বামী। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রেম শিথিল হইয়া যায় বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমের বশীভূতও হয়েন না, কিন্তু তিনি কেবলা-প্রীতির সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইয়া যায়েন—এত বশীভূত হইয়া যায়েন যে, তিনি তাঁহার ভক্তকে কাঁধে করিতে বা ভক্তের হস্তে বন্ধন স্বীকার করিতেও বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন; এমন কি, কোনও কোনও সময়ে ভক্তের প্রেম-ঋণে তিনি চিরকালের জন্য ঋণী থাকিয়াও আনন্দানুভব করেন। যে প্রীতিতে স্বয়ং ভগবান্‌কে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করা যায়, অথচ যে আয়ত্তাধীনত্বের ফলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও অসমোর্দ্ধ আনন্দ অনুভব করেন, তাহাতেই প্রীতির উৎকর্ষাধিক্য; একমাত্র কেবলা-প্রীতিতেই ইহা সম্ভব; তাই কেবলা-প্রীতিই শ্রেষ্ঠ।

প্রভু পূর্ব্বে ৩।৭।২১-পয়ারে যে বলিয়াছেন—"প্রেমভক্তি পুরুষার্থ-শিরোমণি। রাগমার্গে প্রেমভক্তি সর্ব্বাধিক জানি॥" এই কয় পয়ারে তাহাই বিশদরূপে ব্যক্ত করিলেন।

শ্লো। ৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১৭।৩১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণের মৃদ্‌ভক্ষণ লীলা-প্রসঙ্গে এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে বলা হইল—ইন্দ্রাদি-দেবগণেরও উপাস্য যিনি, বেদোপনিষদাদিও একমাত্র যাঁহার গুণ-মহিমাদিতে পরিপূর্ণ, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও বাৎসল্য-বারিধি যশোদামাতা স্বীয় গর্ভজাত-শিশুমাত্র মনে করিতেন। মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের মুখে ব্রহ্মাণ্ডাদি দর্শন-উপলক্ষ্যে যশোদা-মাতা শ্রীকৃষ্ণের অশেষ ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াছেন; কিন্তু শেষে এই ঐশ্বর্য্যকে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন নাই, ইহাকে তিনি শ্রীনারায়ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করিয়াছেন; "শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অবোধ, অক্ষম শিশু, তাঁহার লাল্য—নিতান্ত অসহায়; তাঁহার কিরূপে এত ঐশ্বর্য্য থাকিবে?"—এইরূপই ছিল যশোদামাতার মনোভাব; এসমস্ত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য হইতে পারে কিনা—এই অনুসন্ধানও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। এইরূপই ছিল তাঁহার বিশুদ্ধ বাৎসল্যের প্রভাব। এই শ্লোক ২৭ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ।

২৮। রামানন্দরায়ের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবে এই সকল কথা বলিয়া প্রভু বলিলেন,—"এই সকল গূঢ় তথ্য আমি রামানন্দের নিকটেই শিখিয়াছি। রস-শাস্ত্রে রামানন্দের অগাধ পাণ্ডিত্য; বিশেষতঃ, তিনি ভগবদনুভূতিসম্পন্ন পরম-ভাগবত। তাই এ সব তত্ত্ব আমাকে উপলব্ধি করাইতে পারিয়াছেন"—ইহাই বোধ হয় প্রভুর বাক্যের ধ্বনি। বল্লভ ভট্টের শাস্ত্রজ্ঞানের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রভু ভঙ্গীতে জানাইলেন যে, কেবল শাস্ত্র-জ্ঞান থাকিলেই রসতত্ত্ব জানা যায় না—ভজনে অভিজ্ঞতা এবং ভজনীয় বিষয়ে অনুভূতি থাকাও দরকার।

অনর্গল—অর্গলশূন্য; কপাটের হুড়্‌কাকে অর্গল বলে। যে কপাটে হুড়্‌কা থাকে না, তাহাকে অনর্গল কপাট বলে। ঘরের কপাটে হুড়্‌কা না থাকিলে ঘরের মধ্যে যাইতে বা ঘর হইতে বাহির হইতে কোনও বাধা-বিঘ্ন হয় না।

রসবেত্তা—রস-শাস্ত্রে বা রসতত্ত্বে অভিজ্ঞ।

অনর্গল রসবেত্তা—রস-তত্ত্বে নির্ব্বাধ (বাধাশূন্য) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তত্ত্ব-বিচার উপলক্ষ্যে প্রতিপক্ষ কেহ যদি কোনও কূট প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং বক্তা যদি তাহার মীমাংসা করিতে না পারেন, তাহা হইলেই বক্তার যুক্তি-প্রণালীতে বাধা (অর্গল) পড়ে; কিন্তু যে কেহ যে কোনও প্রশ্নই উত্থাপন করুক না কেন, যদি প্রশ্ন-

দামোদরস্বরূপ প্রেমরস মূর্ত্তিমান্। | যাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুর-রসজ্ঞান ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই বক্তা তাহার সন্তোষ-জনক উত্তর দিতে পারেন, অথবা যদি তিনি এমন ভাবে তাঁহার যুক্তি-প্রণালী প্রদর্শন করেন যে, নিজেই সকল রকমের সম্ভাবিত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া এমন ভাবে সে সমুদয়ের মীমাংসা করিয়া দেন যে, আর কাহারও কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না, সুতরাং অপর কেহ কোনওরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া বক্তার কথায় বাধা (অর্গল) জন্মাইতে পারে না—তাহা হইলে তত্ত্ব-বিষয়ে তাঁহার অনর্গল (নির্ব্বাধ) অভিজ্ঞতা বলা যাইতে পারে।

অথবা, যেমন ঘরের কপাটে অর্গল দেওয়া না থাকিলে যে কেহই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘরের মধ্যের সমস্ত জিনিস দেখিয়া যাইতে পারে, তদ্রূপ রামানন্দরায়ের রস-তত্ত্ব-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এত অধিক, তাঁহার তত্ত্ব-ব্যাখ্যা-প্রণালী এতই প্রাঞ্জল এবং যুক্তিপূর্ণ যে, যে কেহই অবাধে সেই যুক্তি-প্রণালীতে প্রবেশ করিয়া অনায়াসে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতে পারে।

অথবা, রসতত্ত্ব সম্বন্ধে রামানন্দের অভিজ্ঞতা এত অধিক যে, তত্ত্বাদি-সম্বন্ধে কোনও প্রকারের সন্দেহরূপ বিঘ্নই তাঁহার চিত্তে স্থান পাইত না।

এই সমস্ত কারণেই রামানন্দরায়কে "অনর্গল-রসবেত্তা" বলা হইয়াছে।

প্রেমসুখানন্দ—প্রেমসুখেই আনন্দ যাঁহার, তিনি প্রেমসুখানন্দ। প্রেমসেবা (অর্থাৎ কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা) দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে সুখ, তাহাই প্রেমসুখ ; একমাত্র এই প্রেমসুখেই আনন্দ যাঁহার, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে পারিলেই যিনি নিজেকে সুখী মনে করেন, অন্য কোনও কার্য্যেই যাঁহার কোনওরূপ সুখ জন্মে না—তিনিই প্রেমসুখানন্দ। ইহাতে প্রীতিময়ী কৃষ্ণসেবায় রামানন্দের গাঢ় আবেশ বা তন্ময়তা এবং ঐরূপ আবেশের ফলে ভজনীয় বিষয়ে তাঁহার অনুভবানন্দই সূচিত হইতেছে। বাস্তবিক, রস-সম্বন্ধে যাঁহার কোনও অনুভব নাই, রস-শাস্ত্র বিশেষরূপে আলোচনা করিলেও তিনি "অনর্গল রসবেত্তা" হইতে পারেন না, ইহাই বোধ হয় "প্রেমসুখানন্দ"-শব্দের ধ্বনি।

কোনও কোনও গ্রন্থে "অনর্গল রসবেত্তা প্রেমসুখানন্দ" স্থলে "সে সব শুনিতে হয় পরম আনন্দ" পাঠান্তর আছে এবং এই পয়ারের পরে নিম্নলিখিত একটী অতিরিক্ত পয়ারও আছে ঃ—"কহন না যায় রামানন্দের প্রভাব। রায়-প্রসাদে জানিল ব্রজের শুদ্ধভাব॥" রায়-প্রসাদে—রামানন্দরায়ের অনুগ্রহে।

ব্রজের শুদ্ধভাব—ব্রজ-পরিকরদের কেবলা-প্রীতি।

২৯। রামানন্দরায়ের কথা বলিয়া এক্ষণে স্বরূপ-দামোদরের মহিমা বলিতেছেন।

দামোদরস্বরূপ ইত্যাদি—স্বরূপ দামোদর মূর্ত্তিমান্ প্রেমরস,—তিনি যেন প্রেমরসের সাক্ষাৎ-মূর্ত্তি। তাঁহার দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই যেন প্রেমরসে গঠিত। ইহা দ্বারা স্বরূপদামোদরের অনির্ব্বচনীয় রসজ্ঞতা এবং ব্রজরসে তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন আবেশই সূচিত হইতেছে। স্বরূপদামোদরকে যে 'মূর্ত্তিমান্ প্রেমরস' বলা হইয়াছে, ইহা অতিরঞ্জিত কথা নহে ; তিনি ব্রজের ললিতা সখী ; ললিতাদি সখীবর্গের সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতার "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ" ইত্যাদি শ্লোকেও এ কথাই বলা হইয়াছে। **যাঁর সঙ্গে** ইত্যাদি—স্বরূপদামোদরের সঙ্গ-প্রভাবেই ব্রজের মধুর-রস সম্বন্ধে আমার কিছু জ্ঞান জন্মিয়াছে।

রামানন্দ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-রস, আর"—এই সকল সম্বন্ধে রামানন্দরায়ের নিকটে প্রভু অনেক তত্ত্ব শিখিয়াছেন ; এই পয়ারে বলিতেছেন যে, মধুর-রস-সম্বন্ধে গূঢ়-রহস্যের বিশেষ বিবরণ প্রভু স্বরূপ-দামোদরের নিকটে জানিয়াছেন। স্বরূপের নিকটে যে বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে পরবর্ত্তী কয় পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য—এই তার চিহ্ন ॥ ৩০

তথাহি (ভাঃ ১০।৩১।১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ৯

গোপীগণের শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
প্রেমেতে ভর্ৎসনা করে—এই তার চিহ্ন ॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই পয়ারের স্থলে এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় ঃ—"যাঁর প্রসাদে জানিল ব্রজের রস মূর্ত্তিমান্। তাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুররসজ্ঞান ॥" অর্থ একই।

৩০। মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীদিগের কৃষ্ণরতির সঙ্গে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের মিলন হইলেই তাঁহাদের মধুরারতি মধুর-রসে পরিণত হইয়া রসিকেন্দ্র-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির কারণ হয়। তাই এই কয় পয়ারে মধুর-রসের স্থায়ি-ভাব যে গোপী-প্রেম বা মধুরারতি, তাহার স্বরূপ বলিতেছেন।

শুদ্ধপ্রেম—কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত যে ইচ্ছা, তাহারই নাম প্রেম ; এই কৃষ্ণসুখেচ্ছার সঙ্গে যদি অন্য কোনওরূপ বাসনার সংস্পর্শ না থাকে, তবেই তাহাকে শুদ্ধপ্রেম বলে। অন্য বাসনাই হইল এই প্রেমের মলিনতা। **কামগন্ধহীন**—নিজের সুখের ইচ্ছাকে কাম বলে। "আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-ইচ্ছা. তারে বলি কাম। ১।৪।১৪১ ॥" গোপীদিগের প্রেমে আত্মেন্দ্রিয়-সুখের ইচ্ছা তো নাই-ই, তাহার গন্ধ পর্য্যন্তও নাই। গোপীদিগের প্রেমে নিজের সুখের নিমিত্ত বাসনার ক্ষীণ আভাসটুকু পর্য্যন্তও নাই। **কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য**—গোপীদিগের প্রেমের একমাত্র উদ্দেশ্যই হইল কৃষ্ণের সুখ। **এই তার চিহ্ন**—গোপীগণ একমাত্র কৃষ্ণের সুখই ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আর কিছুই কামনা করেন না, ইহাই তাঁহাদের বিশুদ্ধ-প্রেমের লক্ষণ।

গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের সুখ ব্যতীত কোনও সময়েই নিজের সুখ-কামনা করেন না, তাহার প্রমাণস্বরূপে পরবর্ত্তী "যত্তে সুজাত" ইত্যাদি শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, কিশোরী-গোপসুন্দরী গণের পীনোন্নত স্তনযুগল অত্যন্ত কঠিন—এত কঠিন যে, শ্রীকৃষ্ণের কুসুমকোমল পদযুগল তাহাতে স্পর্শ করাইলে পদযুগলে ব্যাথা পাওয়ার সম্ভাবনা। তাই তাঁহারা তাঁহার পদযুগলকে তাঁহাদের বক্ষে ধারণ করিতেও ভীতা হইয়া থাকেন—পাছে পদযুগলে ব্যথা লাগে, তাই ভীতি। সাধারণতঃ দেখা যায়, কিশোরী রমণীর স্তনযুগলে তাহার প্রাণবল্লভের স্পর্শ হইলে তাহার আনন্দ হয়, তাই কিশোরী সর্ব্বদাই স্বীয় বক্ষোদেশে প্রাণবল্লভের স্পর্শ কামনা করিয়া থাকে। ব্রজসুন্দরীগণেরও যদি ঐরূপ স্পর্শসুখের কামনা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের বক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পদধারণে শ্রীকৃষ্ণের ব্যথা আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা কস্মিন্‌কালেও ভীতা হইতেন না—বরং আরও অধিকতর আগ্রহের সহিতই শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল স্বস্ববক্ষে ধারণ করিতেন। এইরূপ ভীতা হইয়াও তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল বক্ষে ধারণ করেন, তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই, নিজেদের সুখের নিমিত্ত নহে—ঐরূপ আচরণে কৃষ্ণ সুখী হয়েন, কৃষ্ণ ইহা ইচ্ছা করেন, তাই তাঁহারা ইহা করেন। এইরূপ আচরণের উপলক্ষ্যে নিজেদের সুখের নিমিত্ত যদি ক্ষীণ বাসনাও তাঁহাদের অন্তঃকরণে থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের ভীতির কথা বলা হইত না।

শ্লো। ৯। অন্বয়।—অন্বয়াদি ১।৪।২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ব-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ব্রজদেবীদিগের প্রেম যে কামগন্ধহীন, এই শ্লোক তাহার প্রমাণ।

৩১। পূর্ব্ব পয়ারে গোপী-প্রেমের একটী লক্ষণ বলা হইয়াছে এই যে, ইহা কামগন্ধহীন এবং কৃষ্ণসুখৈকতাৎ-পর্য্যময়। এই পয়ারে আর একটী লক্ষণ বলা হইতেছে—ইহা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন—শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান্ সুতরাং মাননীয়, সর্ব্বাপেক্ষা মর্য্যাদার পাত্র—এই প্রতীতি গোপীদিগের ছিলনা। তাঁহারা জানিতেন, "তাঁহারা নিজেরাও মানুষ, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের মতনই মানুষ ;

তথাহি (ভাঃ ১০।৩১।১৬)—

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-

নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।

গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ

কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ১০

সর্ব্বোত্তম ভজন ইহার সর্ববভক্তি জিনি।

অতএব কৃষ্ণ কহে—আমি তোমার ঋণী ॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তিনি গোপরাজের তনয়, নিজেদেরই স্বজাতীয় একজন পরমসুন্দর যুবা-পুরুষ"। তাঁহার রমণী-মনোমোহন রূপ দেখিয়া তাঁহারা আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকেই তাঁহাদের প্রীতির একমাত্র পাত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; তাই শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের মমতাবুদ্ধি এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনওরূপ সঙ্কোচ বা গৌরব-বুদ্ধিই ছিল না—সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে সুখী করার নিমিত্তই তাঁহারা সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিতেন; তাই তাঁহারা নিজাঙ্গদ্বারাও তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহাদের সঙ্কোচ বা গৌরববুদ্ধি এমনভাবেই লোপ পাইয়াছিল যে, প্রীতির আধিক্যবশতঃ মানবতী হইয়া সময় সময় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভৎ‍্সনা পর্য্যন্তও করিতেন।

প্রেমেতে ভৎ‍্সনা।—দুইভাবে একজন আর এক জনকে ভৎ‍্সনা করিতে পারে; এক—বিদ্বেষবশতঃ, যেমন শত্রুকে লোকে তিরস্কার করে। আর—প্রীতির আধিক্যবশতঃ, যেমন অন্যায় কার্য্যের জন্য সন্তানকে মাতা, কিম্বা স্বামীকে স্ত্রী তিরস্কার করে। গোপীগণ যে কৃষ্ণকে ভৎ‍্সনা করিতেন, তাহা বিদ্বেষবশতঃ নহে, প্রীতির বা মমতাবুদ্ধির আধিক্যবশতঃ। কোনও ভাল জিনিস যদি পতিপ্রাণা স্ত্রী তাঁহার স্বামীকে খাইতে দেন, আর যদি স্বামী তাহা না খায়েন, তাহা হইলে স্বভাবতঃই পতিপ্রাণা স্ত্রীর মনে কষ্ট হয়, এবং সময় সময় এই কষ্ট এত বেশী হয় যে, তাহা ক্রোধে পরিণত হয় এবং তিনি অভিমানভরে তাঁহার স্বামীকে তিরস্কার পর্য্যন্তও করিয়া থাকেন। স্ত্রীর এই তিরস্কার বিদ্বেষের ফল নহে, পরন্তু মমতাধিক্যের ফল। গোপীগণের তিরস্কারও এই জাতীয়। আবার মহাভাববতী গোপীগণের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই মহাভাবের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাঁহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াতেই, এমন কি, তাঁহাদের তিরস্কার-শ্রবণেও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রীতি জন্মে; সুতরাং তাঁহাদের তিরস্কারও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির সাধক বলিয়া, এই তিরস্কারও তাঁহাদের প্রেমেরই একটা বৈচিত্রীবিশেষ। তাই বলা হইয়াছে "প্রেমেতে ভৎ‍্সনা।" এই ভৎ‍্সনার প্রবর্ত্তকও প্রেম, ইহার বিকাশেও প্রেম—কৃষ্ণপ্রীতি।

গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে ভৎ‍্সনা করেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ পরবর্ত্তী "পতিসুতান্বয়" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই শ্লোকে দেখা যায়, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে "কিতব—প্রবঞ্চক" বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন।

গোপীগণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ভৎ‍্সনাই তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনতার প্রমাণ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলে তিরস্কার করিতে পারা যায় না।

শ্লো। ১০। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৯।৩৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

গোপীগণ যে প্রেমাধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে ভৎ‍্সনা পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক। পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩২। মধুর ভাবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বলিতেছেন।

সর্ব্বোত্তম—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। **সর্ব্বোত্তম ভজন ইহার**—প্রীতিমূলক চারি ভাবের ভজনের মধ্যে মধুর ভাবের ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। **সর্ব্বভক্তি জিনি**—দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যাদি প্রেমভক্তির সকলকে পরাজিত করিয়া। প্রীতির গাঢ়তায়, মমতার গাঢ়তায়, সঙ্কোচাভাবে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-দায়কত্বে, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি এই মধুর-ভাবের নিকটে পরাজিত, এই মধুর-ভাব অপেক্ষা হেয়।

অতএব—মধুর-ভাবের ভজন, দাস্য-সখ্যাদি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া; ইহা সর্ব্বোত্তম বলিয়া।

তথাহি (ভাঃ ১০।৩২।২২)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ১১

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হৈতে কেবলাভাব পরমপ্রধান।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব-সমান। ৩৩
তেঁহো যার পদধূলি করেন প্রার্থন।
স্বরূপের সঙ্গে পাইল এ সব শিক্ষণ ॥ ৩৪

তথাহি (ভাঃ ১০।৪৭।৬১)—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কিঞ্চ আস্তাং তাবদ্‌গোপীনাং ভাগ্যং মম ত্বেতাবৎ প্রার্থ্যমিত্যাহ আসামিতি। গোপীনাং চরণরেণুভাজাং গুল্মাদীনাং মধ্যে যৎ কিমপি অহং স্যামিত্যাশংসা। কথম্ভুতানাম্। যা ইতি আর্য্যাণাং মার্গং ধর্ম্মঞ্চ হিত্বা। স্বামী। ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৃষ্ণ কহে ইত্যাদি—মধুর-ভাববতী গোপসুন্দরীদিগের প্রেমঋণের কোনওরূপ প্রতিদান দিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"প্রেয়সীগণ! আমি তোমাদের প্রেমে চিরঋণী হইয়া রহিলাম।" পরবর্ত্তী "ন পারয়েঽহং" শ্লোক ইহার প্রমাণ।

যেই প্রেম যত গাঢ়, সেই প্রেমের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও তত বেশী, সেই প্রেমেরই তত উৎকর্ষ। সুতরাং ভক্তের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতার তারতম্যদ্বারাই সেই ভক্তের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির পরিমাণ জানা যায়। গোপীগণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা সর্ব্বাতিশায়িনী; ইহাতেই বুঝা যায়, গোপীদিগের প্রেমের উৎকর্ষও সর্ব্বাতিশায়ী।

শ্লো। ১১। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।২৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীদিগের নিকটে নিজেকে ঋণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এই শ্লোক তাহার প্রমাণ।

৩৩। **ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হৈতে** ইত্যাদি—পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। উদ্ধবের দৃষ্টান্ত দিয়া কেবলা-প্রীতির প্রাধান্য দেখাইতেছেন। **উদ্ধব**—ইনি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্র-ভক্ত ছিলেন। **তেঁহো**—উদ্ধব। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্র ভক্তদের মধ্যে উদ্ধবের মত ভক্ত আর পৃথিবীতে কেহই ছিলেন না; কিন্তু সেই উদ্ধবও ব্রজগোপীদিগের প্রেম দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আনুগত্য-প্রাপ্তির আশায় তাঁহাদের পদধূলি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহাতেই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান অপেক্ষা কেবলাপ্রীতির প্রাধান্য সূচিত হইতেছে; এই প্রাধান্য অনুভব করিতে না পারিলে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্র-ভক্ত উদ্ধব কেবলারতিমতী গোপীদিগের আনুগত্য প্রার্থনা করিতেন না। পরবর্ত্তী "আসামহো"-শ্লোক উদ্ধব সম্বন্ধীয় উক্তির প্রমাণ।

স্বরূপের সঙ্গে ইত্যাদি—গোপীগণের শুদ্ধ-প্রেম যে কামগন্ধহীন, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়, ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইতে এবং দাস্যসখ্যাদি হইতেও শ্রেষ্ঠ, তাহা স্বরূপ-দামোদরের নিকটেই আমি শিখিয়াছি (ইহা প্রভুর উক্তি)।

শ্লো। ১২। অন্বয়। অহো (অহো)! বৃন্দাবনে (বৃন্দাবনে) আসাং (ইঁহাদের—এই ব্রজদেবীগণের) চরণরেণুজুষাং (চরণ-রেণুসেবী) গুল্মলতৌষধীনাং (গুল্ম, লতা ও ওষধি সমূহের) কিমপি (কোনও একটী) স্যাম্ (হইতে পারি)—যাঃ (যাঁহারা—যে ব্রজদেবীগণ) দুস্ত্যজং (দুস্ত্যজ) স্বজনং (পতিপুত্রাদি স্বজন) আর্য্যপথং চ (এবং আর্য্যপথ) হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) শ্রুতিভিঃ (শ্রুতিগণকর্ত্তৃক) বিমৃগ্যাং (অন্বেষণীয়) মুকুন্দপদবীং (মুকুন্দের পদবী—শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তিপ্রাপ্তির মার্গ) ভেজুঃ (ভজন করিয়াছেন—আশ্রয় করিয়াছেন)।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। অহো! যে ব্রজদেবীগণ দুস্ত্যজ-পতি-পুত্রাদিরূপ স্বজন এবং আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণকর্ত্তৃক অন্বেষণীয় (অতিদুর্ল্লভ) মুকুন্দ-শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তিপ্রাপ্তির মার্গ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের চরণ-রেণু-সংসেবী বৃন্দাবনস্থ গুল্ম, লতা ও ওষধি সকলের মধ্যে যে কোনও একটী যেন আমি হইতে পারি। ১২

এই শ্লোক শ্রীউদ্ধবের উক্তি। মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া উদ্ধব যখন ব্রজে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজদেবীগণের প্রেমোৎকর্ষ দর্শন করিয়া তিনি চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ করিবার জন্য অভিলাষ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ব্রজসুন্দরীদিগের চরণ-ধূলি লাভ করিতে না পারিলে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই—ইহাও তিনি নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিলেন। তাঁহাদের পদধূলি পাওয়ারও উপায় নাই ; কারণ, শত প্রার্থনায়ও তাঁহারা সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহাকে পদধূলি দিবেন না ; তাই অনেক বিচার পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন—তিনি যেন বৃন্দাবনস্থ গুল্ম, লতা বা ওষধি সমূহের মধ্যে যে কোনও একটী রূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপ প্রার্থনার হেতু এই :—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদের প্রেমের আকর্ষণ এত অধিকরূপেই বলবান্ যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার বলবতী উৎকণ্ঠায় ইঁহারা অন্য সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছিলেন—ইহকাল-পরকাল, লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, ধৈর্য্য, লজ্জা, মর্য্যাদাদি সমস্তে জলাঞ্জলি দিয়া—পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভগিনী-পতি-আদি সমস্তের বাক্য এবং মমতাকে তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন। প্রতি রাত্রিতে ইঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার নিমিত্ত অভিসারে গমন করেন, তখন উৎকণ্ঠার প্রাবল্যে ইঁহাদের সুপথ-কুপথ বিচার থাকে না ; পথ আছে কি নাই—সেই অনুসন্ধান ইঁহাদের থাকে না ; বংশীস্বরকে লক্ষ্য করিয়া সোজাসোজিভাবে কেবল উধাও হইয়া ছুটিতে থাকেন ; তখন পথে, বা পথের ধারে বা পথবহির্ভূত বন-প্রদেশে যে সকল গুল্ম, লতা বা ওষধি থাকে, তাহাদের সঙ্গে ইঁহাদের চরণ-স্পর্শের খুবই সম্ভাবনা থাকে ; যদি উদ্ধব এসমস্ত গুল্ম-লতাদির মধ্যে ক্ষুদ্র গুল্ম-লতাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ঐ সময়ে তাঁহাদের চরণ-রেণুর স্পর্শ পাইয়া হয়তো ধন্য হইতে পারিবেন—এই ভরসাতেই উদ্ধব বৃন্দাবনস্থ লতা-গুল্মাদির মধ্যে একটী লতা বা একটী গুল্মরূপে জন্মলাভ করার সৌভাগ্য প্রার্থনা করিলেন।

উদ্ধব বৃক্ষ-জন্মলাভের প্রার্থনা করেন নাই, ক্ষুদ্র তৃণ গুল্ম হওয়ার প্রার্থনা করিয়াছেন ; তাহার কারণ এই :—বৃক্ষ সাধারণতঃ উচ্চ হয় ; ব্রজসুন্দরীগণ চলিয়া যাওয়ার সময়ে বৃক্ষের মস্তকে তাঁহাদের চরণ-স্পর্শের সম্ভাবনাও নাই, তাঁহাদের পদরজ বাতাসে উড়িয়া গিয়া বৃক্ষাদির মস্তকে পতিত হওয়ার সম্ভাবনাও নাই ; সুতরাং বৃক্ষ-জন্ম লাভে তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না ; তাই তিনি বৃক্ষজন্ম প্রার্থনা করেন নাই। গুল্ম হয় অতি ক্ষুদ্র ; লতা লম্বা হইলেও অধিকাংশস্থলে মাটিতেই লুটাইয়া থাকে ; ওষধিও একরকম লতা—জ্যোতির্লতা (পরবর্ত্তী টীকা দ্রষ্টব্য) ; বিপথে চলিয়া যাইবার সময় ইহাদের প্রত্যেকটীর মস্তকেই চরণ-স্পর্শ হইতে পারে ; অথবা, পথে চলিয়া যাওয়ার সময়েও পথিপার্শ্বস্থ তৃণগুল্ম-লতাদির মস্তকে চরণরেণু উড়িয়া গিয়া পড়িতে পারে ; তাই উদ্ধব তৃণ-গুল্ম-লতারূপে জন্মগ্রহণের প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

গুল্ম—স্তম্ব ; ক্ষুদ্রজাতীয় উদ্ভিদ্। **ওষধি**—জ্যোতির্লতা, অথবা, ফল পাকিলে যে সমস্ত বৃক্ষ মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি বলে ; যেমন কলাগাছ, ধানগাছ ইত্যাদি। এস্থলে কলাগাছ আদি অভিপ্রেত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না ; কারণ, কলাগাছ উচ্চ হয় বলিয়া, যাইতে পায়ে লাগে না। উদ্ধব **বৃন্দাবনেই** তৃণ-গুল্মরূপে জন্মিতে চাহিয়াছেন, অন্যত্র নহে ; কারণ, অন্যত্র ব্রজসুন্দরীদের পদরজ পাওয়ার সম্ভাবনা নাই ; তাঁহারা বৃন্দাবন ছাড়িয়া অন্যত্র যায়েন না। **স্বজন**—পতি, পিতা, মাতা, ভ্রাতা-আদি আপনজন ; **আর্য্যপথ**—সদাচার-সম্মত পন্থা ; বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, পাতিব্রত্য প্রভৃতি ; এসমস্তকে **দুস্ত্যজ** বলা হইয়াছে ; কারণ, লোক সাধারণতঃ এসমস্তের কোনওটীকেই উপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীগণ তৎসমস্তকেই ত্যাগ করিয়া

হরিদাস ঠাকুর মহাভাগবত-প্রধান।
দিনপ্রতি লয় তেঁহো তিন লক্ষ নাম ॥ ৩৫
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঞি শিখিল।
তাঁহার প্রসাদে নামের মহিমা জানিল ॥ ৩৬
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি পণ্ডিত-গদাধর।
জগদানন্দ দামোদর শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥ ৩৭
কাশীশ্বর মুকুন্দ বাসুদেব মুরারি।
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি ॥ ৩৮
কৃষ্ণনাম প্রেম কৈল জগতে প্রচার।
ইহাঁসভার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি আমার ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গিয়াছেন—বিচার পূর্ব্বক ত্যাগ করেন নাই, বিচারের কথাও তাঁহাদের মনে জাগে নাই; প্রবল বন্যার সম্মুখে ক্ষুদ্র তৃণ-খণ্ডের ন্যায় ব্রজদেবীদের অনুরাগোৎকর্ষের মুখে তাঁহাদের স্বজন-আর্য্যপথাদি কোন্ দূরদেশে ভাসিয়া গিয়াছে, তাঁহার খোঁজও তাঁহারা রাখেন নাই। **মুকুন্দ**—মু-শব্দে মুক্তি এবং কু-শব্দে কুৎসিৎ বুঝায়; দ-শব্দে দাতা। মুক্তিও কুৎসিৎ বলিয়া পরিগণিত হয় যাহা পাইলে, তাহাকে বলে "মুকু"; এবং তাহাই হইল প্রেম; কারণ, প্রেম-সুখের তুলনাতেই মুক্তিসুখ সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদতুল্য; এই "মুকু" (বা প্রেম) দান করেন যিনি, তিনিই মুকুন্দ—শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহার যে **পদবী**—পন্থা, মার্গ; শ্রীকৃষ্ণে তাদৃশ-মুক্তিতুচ্ছকর প্রেমপ্রাপ্তির যে পন্থা, তাহাই হইল **মুকুন্দ-পদবী**। সেই মুকুন্দপদবী কিরূপ? **শ্রুতিভিঃ বিমৃগ্যা**—শ্রুতি-সমূহের অন্বেষণীয়া; ধ্বনি এই যে—অন্যের কথা তো দূরে, শ্রুতিগণ পর্য্যন্ত যে প্রেমভক্তিপ্রাপ্তির পন্থার অন্বেষণ মাত্র করিতেছেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই, সেই প্রেমভক্তি-পন্থা; এতাদৃশ দুর্ল্লভ বস্তু একমাত্র ব্রজদেবীগণই প্রাপ্ত হইয়াছেন, অপর কেহ প্রাপ্ত হয় নাই, ইহাই তাৎপর্য্য।

৩৪-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক। কোনও কোনও গ্রন্থে এই শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায় না।

৩৫-৩৬। এক্ষণে শ্রীহরিদাসঠাকুরের মহিমা বলিতেছেন। প্রভু বলিলেন—"হরিদাসঠাকুরের কৃপাতেই আমি নামের মহিমা শিখিয়াছি।"

৩৭-৩৯। সর্ব্বশেষে, যাঁহারা জগতে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণপ্রেম প্রচার করিয়াছেন, সেই গৌড়ীয় ভক্তগণের মহিমা ব্যক্ত করিতেছেন। প্রভু বলিলেন "আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ, শঙ্কর, দামোদর, বক্রেশ্বর, কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারি এবং অন্যান্য গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গ-প্রভাবেই আমি কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়াছি।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ভাবে ভক্তগণের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন, তাহাতে সাধনমার্গের বেশ সুন্দর একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ জীবের ভাবে প্রভু বলিলেন—"আমার চিত্ত অত্যন্ত মলিন ছিল; ভক্তির ভাব আমার মনে মোটেই ছিল না, এমন কি, জীব ও ঈশ্বরের সেব্য-সেবকত্ব ভাবের কোনও ধারণাও আমার ছিল না; অদ্বৈতাচার্য্যের কৃপায় আমার চিত্ত নির্ম্মল হইল; প্রেমোন্মত্ত শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপায় কৃষ্ণপ্রেমের একটু আভাস পাইলাম। তারপর ষড়্দর্শনাচার্য্য সার্ব্বভৌমের কৃপায় জানিতে পারিলাম যে, যত রকমের সাধন-প্রণালী আছে, তন্মধ্যে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ; তারপর, মহাভাগবত রামানন্দরায়ের কৃপায় জানিতে পারিলাম, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এবং প্রেম-ভক্তিযোগে সেই শ্রীকৃষ্ণের সেবাই সর্ব্বপুরুষার্থ-শিরোমণি। রামানন্দ আরও জানাইলেন যে, প্রেমভক্তির সাধন আবার দুই রকমের—ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্ত এবং কেবলা-প্রীতিময়; তন্মধ্যে রাগমার্গে কেবলা-প্রীতিময় সাধনই শ্রেষ্ঠ—এই সাধনেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায়। এই রাগমার্গের সাধন আবার চারি প্রকার—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। স্বরূপদামোদরের কৃপায় জানিতে পারিলাম যে, এই চারি রকমের প্রেমভক্তির মধ্যে মধুর-ভাবের প্রেমভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহাই সাধ্য-শিরোমণি। তারপর হরিদাসঠাকুরের কৃপায় জানিতে পারিলাম, ঐ সাধ্যশিরোমণি লাভ করিবার নিমিত্ত যত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তন্মধ্যে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত মহানুভব বৈষ্ণবগণের কৃপাতেই আমার সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়াছে; আর আচার্য্যরত্নাদি প্রেমভক্তিপ্রচারক গৌড়ীয় ভক্তগণের কৃপাতেই আমি কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি।
ভঙ্গী করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী ॥ ৪০

"আমি সে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সব জানি।
আমি সে ভাগবত-অর্থ উত্তম বাখানি ॥" ৪১

ভট্টের মনেতে ছিল এই দীর্ঘ গর্ব্ব।
প্রভুর বচন শুনি হৈল সেই খর্ব্ব ॥ ৪২

প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সভার।
ভট্টের ইচ্ছা হৈল তাঁ-সভারে দেখিবার ॥ ৪৩

ভট্ট কহে—এসব বৈষ্ণব রহে কোন্ স্থানে ?
প্রভু কহে—ইহাঁই সভার পাইবে দর্শনে ॥ ৪৪

তবে ভট্ট কহে বহু বিনয়বচন—।
বহু দৈন্য করি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৪৫

আর দিন সব বৈষ্ণব প্রভু-স্থানে আইলা।
সভাসনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা ॥ ৪৬

বৈষ্ণবের তেজ দেখি ভট্টের চমৎকার।
তাঁ-সভার আগে ভট্ট খদ্যোত-আকার ॥ ৪৭

তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইল।
গণ-সহ মহাপ্রভু ভোজন করাইল ॥ ৪৮

পরমানন্দপুরী-সঙ্গে সন্ন্যাসীর গণ।
একদিগে বৈসে সবে করিতে ভোজন ॥ ৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪০। "আমিই সমস্ত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত জানি, আমার ন্যায় অপর কেহই জানে না ; ভাগবতের অর্থও আমি যেরূপ উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করি, অপর কেহ তদ্রূপ পারে না"—এইরূপ একটা দৃঢ় অভিমান বল্লভভট্টের হৃদয়ে বিদ্যমান ছিল। তাহার এই গর্ব্ব চূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই প্রভু ভঙ্গীক্রমে সমস্ত ভক্তদের মহিমা বর্ণন করিলেন। ভট্টের মনে বোধ হয় এইরূপ ধারণা ছিল যে, প্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে কেহই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে এবং ভাগবতার্থব্যাখ্যানে বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন ; তবে প্রভু এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাই প্রভুর নিকট ভট্ট স্বকৃত ভাগবত-টীকা, কৃষ্ণনামের অভিনব ব্যাখ্যাদি প্রকাশ করিয়া প্রভুর প্রশংসাভাজন হওয়ার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। সিদ্ধান্তাদি-বিষয়ে প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব বল্লভভট্ট বোধ হয় স্বীকার করিতেন ; নচেৎ প্রভুর নিকটে নিজের বিদ্যাবত্তার যাচাই করিতে আসিতেন না। অন্তর্য্যামী প্রভু ভট্টের মনের ভাব জানিতে পারিয়া তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ভঙ্গীতে জানাইলেন—"ভট্ট ! বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তাদি-বিষয়ে তুমি আমাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেছ ; কিন্তু আমার পার্ষদ যাঁহারা আছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও এক বিষয়ে আমা-অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা নিকৃষ্ট।"

৪১। ভট্টের হৃদয়ে কি কি বিষয়ে গর্ব্ব ছিল, তাহা এই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

৪২। **হৈল সেই খর্ব্ব**—ভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ হইল। **দীর্ঘ গর্ব্ব**—দীর্ঘকালব্যাপী গর্ব্ব ; অথবা খুব বড় গর্ব্ব বা অহঙ্কার।

৪৪। এই পয়ারের স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে এইরূপ পাঠ আছে :—"কোন্ প্রকারে পাই ইহাঁ সভার দর্শনে ॥ প্রভু কহে—কেহো ইহাঁ কেহো গঙ্গাতীরে। সব আসিয়াছে রাথযাত্রা দেখিবারে ॥ ইহাঁই রহেন সভে বাসা নানাস্থানে ॥ ইহাঁই পাইবে তুমি সভার দর্শনে ॥"

৪৫। **কৈল নিমন্ত্রণ**—আহারের নিমিত্ত প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

৪৬। **ভট্টে মিলাইলা**—সকলের নিকটে ভট্টকে পরিচিত করিয়া দিলেন।

৪৭। মহাপ্রভুর সঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের দেহের অসাধারণ জ্যোতি দেখিয়া বল্লভভট্ট আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন সূর্য্যের নিকটে জোনাকী পোকা যেরূপ নিষ্প্রভ হইয়া যায়, তাঁহাদের সাক্ষাতে ভট্টও তদ্রূপ হীনপ্রভ হইয়া গেলেন।

খদ্যোত-আকার—জোনাকী পোকার মত।

৪৮। **গণ-সহ**—প্রভুর পার্ষদগণের সহিত।

অদ্বৈত নিত্যানন্দ দুই পার্শ্বে দুই জন।
মধ্যে প্রভু বসিলা, আগে পাছে ভক্তগণ ॥ ৫০
গৌড়ের ভক্তগণ যত গণিতে না পারি।
অঙ্গনে বসিয়া সব হঞা সারি সারি ॥ ৫১
প্রভুর ভক্তগণ দেখি ভট্টের চমৎকার।
প্রত্যেকে সভার পদে কৈল নমস্কার ॥ ৫২
স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর।
পরিবেশন করে আর রাঘব দামোদর ॥ ৫৩
মহাপ্রসাদ বল্লভভট্ট বহু আনাইল।
প্রভুসহ সন্ন্যাসিগণে আপনি পরিশিল ॥ ৫৪
প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ বলে 'হরিহরি'।
হরিহরিধ্বনি উঠে সব ব্রহ্মাণ্ড ভরি ॥ ৫৫
মালা চন্দন গুবাক পান অনেক আনিল।
সভার পূজা করি ভট্ট আনন্দিত হৈল ॥ ৫৬
রথযাত্রাদিনে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল।
পূর্ব্ববৎ সাত সম্প্রদায় পৃথক্ করিল ॥ ৫৭
অদ্বৈত নিত্যানন্দ হরিদাস বক্রেশ্বর।
শ্রীনিবাস রাঘব পণ্ডিত-গদাধর ॥ ৫৮
সাতজন সাতঠাঞি করেন নর্ত্তন।
'হরি বোল' বলি প্রভু করেন ভ্রমণ ॥ ৫৯
চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চসঙ্কীর্ত্তন।
একেক নর্ত্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন ॥ ৬০
দেখি বল্লভভট্ট মনে হৈল চমৎকার।
আনন্দে বিহ্বল, নাহি আপনা সম্ভাল ॥ ৬১
তবে মহাপ্রভু সভার নৃত্য রাখিলা।
পূর্ব্ববৎ আপনে নৃত্য করিতে লাগিলা ॥ ৬২
প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি আর প্রেমোদয়।
'এই ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ'—ভট্টের হইল নিশ্চয় ॥ ৬৩
এইমত রথযাত্রা সকলে দেখিল।
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হৈল ॥ ৬৪
যাত্রা অনন্তরে ভট্ট যাই প্রভুর স্থানে।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদনে—॥ ৬৫
ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছোঁ লিখন।
আপনে মহাপ্রভু! যদি করেন শ্রবণ ॥ ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫২। **প্রভুর ভক্তগণ**—কোনও কোনও গ্রন্থে "গৌড়ের ভক্তগণ" পাঠ আছে। **প্রত্যেকে সভার পদে**—বল্লভভট্ট এক এক জন করিয়া সমস্ত বৈষ্ণবের পদে নমস্কার করিলেন।

৫৪। প্রভুকে এবং সন্ন্যাসিগণকে বল্লভভট্ট নিজেই মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিলেন।

পরিশিল—পরিবেশন করিলেন।

"প্রভু সহ" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধের পরিবর্ত্তে কোনও কোনও গ্রন্থে "প্রভু সহ সন্ন্যাসীগণ ভোজনে বসিলা" পাঠ আছে।

৫৬। **গুবাক**—সুপারি। আহারান্তে সকলকেই ভট্ট মালা-চন্দন দিয়া পূজা করিলেন; যাঁহারা পান খাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে পান-সুপারিও দিলেন।

৫৭। **পূর্ব্ববৎ**—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত। মধ্যের ১৩শ পরিচ্ছেদে রথযাত্রাদিনের কীর্ত্তনাদির বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৬১। **নাহি আপনা সম্ভাল**—ভট্টের আত্মস্মৃতি ছিল না।

৬৫। **যাত্রা অনন্তরে**—রথযাত্রার পরে।

কৈল নিবেদনে—ভট্টের নিবেদন পরবর্ত্তী পয়ার সমূহে ব্যক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে বৈষ্ণবগণের মহিমা-বর্ণন করিয়া প্রভু ভঙ্গীক্রমে বল্লভভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এবার ভট্টের নিবেদন উপলক্ষ্যে সাক্ষাদ্ভাবেই তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ করিতে লাগিলেন।

৬৬। বল্লভভট্ট বলিলেন—"মহাপ্রভো! আমি শ্রীমদ্ভাগবতের কিছু টীকা লিখিয়াছি; প্রভুকে কিছু শুনাইতে ইচ্ছা করি; কৃপা করিয়া প্রভু শুনিলে কৃতার্থ হইব।"

প্রভু কহে—ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি ॥
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী ॥ ৬৭

'কৃষ্ণনাম' বসি মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যানাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রিদিনে ॥ ৬৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৭। ভট্টের কথা শুনিয়া প্রভু নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—"ভট্ট! ভাগবতের অর্থ আমি বুঝিতে পারি না; আমার তদ্রূপ সামর্থ্য নাই। ভাগবতের অর্থ শুনিবার অধিকারও আমার নাই।"

ভাগবতার্থ শুনিতে ইত্যাদি—"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।"; কেবল বিদ্যাবুদ্ধিদ্বারা, অথবা কেবল টীকার সাহায্যেই কেহ শ্রীমদ্‌ভাগবতের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেনা; অর্থোপলব্ধির নিমিত্ত বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে ভক্তির সহায়তা একান্ত আবশ্যক। "আমি ভক্তিহীন বলিয়া ভাগবতার্থ শ্রবণে অনধিকারী" ইহাই প্রভুর দৈন্যোক্তি। প্রভুর এই দৈন্যোক্তির ধ্বনি বোধহয় এইরূপ:—যাহার ভক্তি নাই, তাহার পক্ষে যখন ভাগবতের অন্য-কৃত অর্থও শুনার অধিকার নাই, তখন ভক্তিহীন ব্যক্তির পক্ষে ভাগবতের টীকা প্রণয়ন করিতে যাওয়া যে, বিড়ম্বনা মাত্র, ইহা সহজেই বুঝা যায়। ভট্টের চিত্তস্থিত গর্ব্বদ্বারাই সূচিত হইতেছে যে, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির অভাব; কারণ যে চিত্তে ভক্তি আছে, সেই চিত্তে গর্ব্বের স্থান নাই। তাই, ঠাকুরমহাশয়ও বলিয়াছেন—"অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন।" এরূপ অবস্থায়, শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা-প্রণয়নে ভট্টের অধিকারই থাকিতে পারে না। অনধিকারীর কৃত টীকা শুনিয়া কোনও লাভ নাই।

প্রভু সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া ভট্টের টীকা না দেখিয়াও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, এই টীকা নিতান্ত অসার; বিশেষতঃ, তাঁহার অভিমান দেখিয়াও ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

৬৮। প্রভু দৈন্য প্রকাশ করিয়া আরও বলিলেন—"ভাগবতের অর্থের আলোচনায় বা আস্বাদনে আমার অধিকার নাই বলিয়া তাহার আলোচনাদি করিনা। বসিয়া বসিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের নামই গ্রহণ করি। শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করি বটে, কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে, সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে আমি আমার নির্দ্দিষ্ট নাম-সংখ্যাও পূর্ণ করিতে পারিনা।" এই উক্তির অভিপ্রায় এই যে,—"ভট্ট! যদি নিয়মিতরূপে শ্রীকৃষ্ণ-নাম জপ করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও হয়ত নামের কৃপায়, ভাগবতের অর্থ কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু আমার সংখ্যাজপই পূর্ণ হয় না, সুতরাং তোমার টীকার মর্ম্ম গ্রহণের যোগ্যতা আমার নাই।"

প্রভুর উক্তির ধ্বনি বোধহয় এইরূপ:—শ্রীমদ্‌ভাগবতের অর্থ উপলব্ধি করিতে হইলে নিয়মিত রূপে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন; বিশেষতঃ সংখ্যা-রক্ষা-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণনাম জপ করা একান্ত আবশ্যক। এইভাবে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে, শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে চিত্তের মলিনতা যখন দূরীভূত হইবে, চিত্তে যখন শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইবে, তখনই শ্রীমদ্‌ভাগবতের মর্ম্ম চিত্তে স্ফুরিত হইতে পারে। শ্রীসনাতনাদি গোস্বামি-পাদগণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা করিয়াছেন; তাঁহাদের টীকা ভক্তবৃন্দের বিশেষ আদরের বস্তু। তাঁহাদের ভজনও আদর্শস্থানীয় ছিল; আটপ্রহর দিবারাত্রির মধ্যে সাড়ে সাতপ্রহরই তাঁহাদের ভজনে কাটিয়া যাইত; আহার-নিদ্রার নিমিত্ত মাত্র চারিদণ্ড সময় রাখিতেন। যে দিন বিশেষ প্রেমাবেশ হইত, সেইদিন ঐ চারিদণ্ডও ভজনেই কাটিয়া যাইত।

এই কথোপকথনের সময়েও যদি ভট্টের চিত্ত হইতে অভিমান দূরে থাকিত, তাহা হইলেও প্রভুর উক্তির ধ্বনি হইতে তিনি বুঝিতে পারিতেন—"কেবল বিদ্যাবুদ্ধির জোরেই তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন; ভাগবতের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে যেরূপ ভজনের প্রয়োজন, সেইরূপ ভজন তাঁহার ছিলনা; শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে তাঁহার চিত্তের উজ্জ্বলতা সম্পাদিত হয় নাই; সুতরাং তাঁহার চিত্ত ভাগবতার্থ-স্ফুরণের যোগ্যতাও লাভ করে নাই। তাই তাঁহার কৃত টীকায় ভাগবতের প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ পায় নাই। এজন্যই প্রভু ভঙ্গীতে তাঁহার টীকার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন।"

ভট্ট কহে—কৃষ্ণনামের অর্থ ব্যাখ্যানে।
বিস্তার করিয়া তাহা করহ শ্রবণে॥ ৬৯
প্রভু কহে—কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
'শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন' এইমাত্র জানি॥ ৭০

তথাহি নামকৌমুদ্যাম্—
তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কিন্তু প্রভুর সঙ্গে কথোপকথনের সময়েও ভট্টের চিত্তে অভিমান ছিল, তাহার পরেও কিছুকাল এই অভিমান ছিল—পরবর্ত্তী পয়ারসমূহ হইতেই তাহা বুঝা যায়।

সংখ্যা-নাম পূর্ণ ইত্যাদি—ভক্তভাবে প্রভু সংখ্যা-নাম কীর্ত্তন করিতেন; কিন্তু প্রেমাবেশে বাহ্যস্মৃতি থাকিত না বলিয়া বাস্তবিকই তাঁহার সংখ্যা-নাম পূর্ণ হইত না।

৬৯। নিজের কৃত টীকায় বল্লভভট্ট কৃষ্ণনামের অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ অর্থ করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রভুর মুখে যখন শুনিলেন যে, প্রভু বসিয়া রাত্রিদিন কেবল কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার কৃত কৃষ্ণনামের অর্থের কথা মনে পড়িল এবং তিনি বোধ হয় ইহাও ভাবিলেন যে, "প্রভু ভাগবতার্থ শুনেন না, কৃষ্ণনামমাত্র গ্রহণ করেন; ইহাতে বুঝা যায়, কৃষ্ণনামেই তাঁহার অত্যধিক প্রীতি; আমার কৃত কৃষ্ণনামের বিস্তৃত অর্থ শুনিলে নিশ্চয়ই প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইবে।" এসব ভাবিয়াই বোধহয় ভট্ট বলিলেন—"প্রভু, আমার টীকায় আমি কৃষ্ণনামের অনেক বিস্তৃত অর্থ করিয়াছি; আমি বলি, তুমি কৃপা করিয়া শুন।"

ভট্টের মনে এখনও অভিমান পূর্ণমাত্রাতেই বিদ্যমান রহিয়াছে; নচেৎ তাঁহার টীকা শুনিতে প্রভুর অনিচ্ছা-প্রকাশের পরেও আবার ভট্ট প্রভুকে কৃষ্ণনামের অর্থ শুনাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবেন কেন?

এই পয়ারের অন্বয়ঃ—(আমার) ব্যাখ্যানে (টীকায়) কৃষ্ণনামের অর্থ বিস্তার করিয়াছি (বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছি); (প্রভু) তুমি তাহা শ্রবণ কর।

৭০। প্রভু এতক্ষণ পর্য্যন্ত ভট্টের প্রতি প্রকাশ্যে কোনও রূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি ভক্তভাবে নিজের দৈন্যই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ভট্ট যদি সুবুদ্ধি হইতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, প্রভুর দৈন্যোক্তির মধ্যেই তাঁহার টীকার প্রতি উপেক্ষার ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা বুঝিতে পারিয়া নিজের বিদ্যা-বত্তাপ্রকাশে তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন। কিন্তু ভট্ট প্রভুর উক্তির ভঙ্গী বুঝিতে পারিলেন না; অভিমানে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ, তিনি ইহা বুঝিবেনই বা কিরূপে? তাই অভিমানের প্রেরণায় তিনি আবার প্রভুর নিকটে কৃষ্ণনামের বিস্তৃত ব্যাখ্যার কথা উত্থাপন করিলেন। ভট্টের কথা শুনিয়া প্রভু বুঝিলেন যে, ভট্টের এখনও চৈতন্য হয় নাই; তাই বোধহয় ভঙ্গীময়ী উক্তি ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যভাবেই ভট্টের ব্যাখ্যায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন—স্পষ্টভাবেই প্রভু বলিলেন "কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।" "ভট্ট! তুমি বলিতেছ, তোমার টীকায় তুমি কৃষ্ণনামের অনেক প্রকার বিস্তৃত অর্থ করিয়াছ; কিন্তু তোমাকে বলি—কৃষ্ণনামের বহু অর্থ আমি মানি না (অর্থাৎ তোমার অর্থ আমি স্বীকার করি না); কৃষ্ণনামের একটী অর্থই আমি জানি এবং এই অর্থই আমি মানি (স্বীকার করি); কৃষ্ণনামের এই অর্থটীই মুখ্য অর্থ, ইহার অন্য অর্থ আমি স্বীকার করি না। শ্রীকৃষ্ণ শ্যামসুন্দর, শ্রীকৃষ্ণ যশোদানন্দন—ইহাই শ্রীকৃষ্ণনামের মুখ্য অর্থ।"" (পরবর্ত্তী শ্লোক এই অর্থের প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।)

শ্লো। ১৩। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। যিনি তমাল-পত্রের ছায় শ্যাববর্ণ এবং যিনি শ্রীযশোদার স্তন্যপায়ী, তাহাতেই কৃষ্ণনামের (রূঢ়ি) প্রসিদ্ধ অর্থ (পর্য্যবসিত)—ইহাই সমস্ত শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। ১৩

তমাল-শ্যামলত্বিষি—তমালের ছায় শ্যামল (শ্যামবর্ণ) ত্বিট্ (দীপ্তি, কান্তি) যাঁহার তাঁহাতে।

এই অর্থ মাত্র আমি জানিয়ে নির্দ্ধার।
আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার ॥ ৭১
'ফল্গু-বল্লন প্রায় ভট্টের সব ব্যাখ্যা।'
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানি করেন উপেক্ষা ॥ ৭২
বিমনা হইয়া ভট্ট গেলা নিজঘর।
প্রভুবিষয় ভক্তি কিছু হইল অন্তর ॥ ৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে—শ্রীমতী যশোদার স্তন পান করেন যিনি, তাঁহাতে। **রূঢ়ি**—প্রসিদ্ধ অর্থ (২।৬।২৪৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৭০-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৭১। **এই অর্থ**—শ্রীকৃষ্ণ 'শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন', এই অর্থ। **নির্দ্ধার**—নিশ্চিত। **আর সব অর্থে** ইত্যাদি—এই অর্থ ব্যতীত কৃষ্ণনামের আরও যদি অনেক অর্থ থাকে, তবে থাকুক ; সেই সমস্ত অর্থ বুঝিবার পক্ষে আমার অধিকার নাই। ইহা প্রভুর কৌশলপূর্ণ-উক্তি ; "অন্য কোনওরূপ অর্থ আমি মানিনা" ইহা বলাই প্রভুর অভিপ্রায়।

৭২। **ফল্গু**—অসার, নিরর্থক। এক রকম নদীকেও ফল্গু বলে। যে নদীতে জল নাই, জলের প্রবাহ নাই, আছে কেবল বালি, যাহার উপরেও দেখা যায় বালি, ভিতরেও দেখা যায় বালি, যাহাতে অতি সামান্যমাত্র জল কোনও রকমে বালি-রাশিকে ভিজাইয়া তাহার ভিতর দিয়া চুয়াইয়া চুয়াইয়া যায়—সেই নদীকে ফল্গু-নদী বলে। তাহার কারণ বোধ হয় এই :—প্রবাহোপযোগী জল এবং জলের প্রবাহই হইল নদীর বিশেষ লক্ষণ, নদীর সার বস্তু ; তাহা যাহাতে নাই, তাহা নামে মাত্র নদী, অসার নদী, অর্থাৎ ফল্গু (অসার) নদী। **বল্লন**—ধাবন, গতি, প্রবাহ। **ফল্গু-বল্লন**—ফল্গু নদীর গতি বা জলপ্রবাহ। বাস্তবিক, ফল্গু-নদীতে প্রবাহের উপযোগী জল থাকে না বলিয়া তাহাতে কোনও প্রবাহ থাকিতে পারে না ; সুতরাং ফল্গু-বল্লন (অর্থাৎ ফল্গু-নদীর প্রবাহ) অশ্বডিম্ব বা মনুষ্যশৃঙ্গের মত একটা অলীক কথা, নিরর্থক কথা।

ফল্গু-বল্লন প্রায় ইত্যাতি—বল্লভ-ভট্টের কৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা ফল্গুর প্রবাহের ন্যায় একটা অলীক বা নিরর্থক কথা। নদীর বিশেষত্ব যেমন জলপ্রবাহ, সেইরূপ টীকার বিশেষত্বও হইল মূলের প্রকৃত অর্থ। তাহা যে টীকায় নাই, সেই টীকা টীকাপদবাচ্যই নহে, তাহাকে টীকা বলাও যা, ফল্গুনদীর প্রবাহ আছে বলাও তা, অশ্বের ডিম্ব বা মানুষের শৃঙ্গ আছে বলাও তাই—সমস্তই নিরর্থক কথা। বরং ফল্গুনদীতে যেমন জল বা প্রবাহ থাকে না, থাকে কেবল বালি, যাহা জলকে শোষণ করে এবং যাহা জলপ্রবাহে বিঘ্ন জন্মায়—তদ্রূপ ভট্টের টীকাতেও ভাগবতের প্রকৃত অর্থ নাই, আছে কেবল অনর্থক বাজে কথা, যাহা মূল অর্থকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে এবং যাহা প্রকৃত অর্থ-প্রতীতির বিঘ্ন জন্মায়।

কোনও কোনও গ্রন্থে "ফল্গু-বল্লন প্রায়" স্থলে "ফল্গুর প্রায়" পাঠ আছে। এস্থলে "ফল্গুর প্রায়" অর্থ "অসার" ; অথবা ফল্গু-নদীতে যেমন নদীর সারবস্তু জলপ্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায় না, দেখিতে পাওয়া যায় কেবল বালি—তদ্রূপ ভট্টের টীকাতেও টীকার সারবস্তু মূলের প্রকৃত অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, দেখিতে পাওয়া যায় কেবল অসার বাজে কথা এবং কুসিদ্ধান্ত। তাই তাঁহার টীকা ফল্গুর প্রায়।

সর্ব্বজ্ঞ প্রভু ইত্যাদি—প্রভু সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া টীকা না দেখিয়াও ইহা জানিতে পারিয়াছেন ; তাই ভট্টের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার টীকাও শুনিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

৭৩। প্রভুর কথা শুনিয়া ভট্ট কিছু বিমনা হইলেন।

বিমনা—প্রভুর উপেক্ষায় দুঃখিত। **প্রভুবিষয়-ভক্তি** ইত্যাদি—প্রভুর কথায় ভট্টের কিছু দুঃখ হইয়া থাকিলেও, প্রভুর প্রতি কিন্তু তাঁহার একটু ভক্তি জন্মিয়াছিল। প্রভুর দৈন্য, কৃষ্ণনামে প্রভুর প্রীতি, কৃষ্ণনামের মুখ্য অর্থে প্রভুর ঐকান্তিকী নিষ্ঠা এবং কৃষ্ণ-নামে প্রভুর অনন্যচিত্ততা দেখিয়াই বোধ হয় প্রভুর প্রতি ভট্টের কিছু ভক্তি জন্মিয়াছিল। **প্রভুবিষয় ভক্তি**—প্রভুই বিষয় যে ভক্তির ; প্রভুর প্রতি ভক্তি। **হইল অন্তর**—অন্তর (চিত্তে) হইল (জন্মিল),

তবে ভট্ট যাই পণ্ডিতগোসাঞির ঠাঁই।
নানামত প্রীতি করি করে আসা যাই ॥ ৭৪
প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন।
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ ॥ ৭৫
লজ্জিত হইলা ভট্ট হৈল অপমান।
দুঃখিত হইয়া গেলা পণ্ডিতের স্থান ॥ ৭৬
দৈন্য করি কহে—লৈল তোমার শরণ।
তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন ॥ ৭৭
কৃষ্ণনামব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ।
তবে মোর লজ্জা-পঙ্ক হয় প্রক্ষালন ॥ ৭৮
সঙ্কটে পড়িল পণ্ডিত, করয়ে সংশয়।
'কি করিব' একো করিতে না পারে নিশ্চয় ॥ ৭৯
যদ্যপি পণ্ডিত আর না করিল অঙ্গীকার।
ভট্ট যাই তভু পড়ে করি বলাৎকার ॥ ৮০
আভিজাত্যে পণ্ডিত নারে করিতে নিষেধন।
'এ সঙ্কটে রাখ কৃষ্ণ! লইলুঁ শরণ ॥' ৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অথবা, হইল অন্তর—দূর হইল। প্রভুর প্রতি ভট্টের পূর্ব্বে যে ভক্তি ছিল, প্রভুর উপেক্ষা দেখিয়া তাহা কিছু কমিয়া গেল। অভিমানের ফলে ইহা হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

৭৪। **তবে**—প্রভুর নিকটে উপেক্ষিত হইয়া। **পণ্ডিত-গোসাঞি**—গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামী। **করে আসা যাই**—আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন।

৭৫। বল্লভ-ভট্টের টীকার প্রতি প্রভুর উপেক্ষা দেখিয়া নীলাচলের কোনও ভক্তই আর তাঁহার টীকা শুনিতে ইচ্ছা করিতেন না।

৭৬। **পণ্ডিতের স্থান**—গদাধর-পণ্ডিতের নিকটে। কেহই তাঁহার টীকা শুনিতেন না বলিয়া ভট্ট অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন এবং নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করিলেন। তাই, এই লজ্জানিবারণের একটা উপায় স্থির করিবার নিমিত্ত বল্লভভট্ট গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীর নিকটে যাইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন।

৭৭-৭৮। **দৈন্য করি কহে** ইত্যাদি—পণ্ডিতের নিকটে যাইয়া ভট্ট অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিলেন,—"পণ্ডিত, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম; আশ্রিত-জ্ঞানে তুমি আমাকে কৃপা কর; কেহই আমার টীকা শুনিতেছে না; লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে আমি মৃতপ্রায় হইয়াছি; কৃপা করিয়া তুমি আমার জীবন রক্ষা কর। আমি কৃষ্ণনামের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, কৃপা করিয়া তুমি যদি তাহা শুন, তাহা হইলেই আমার লজ্জা দূর হইতে পারে, আমার জীবন রক্ষা হইতে পারে। নচেৎ আমি আর কাহারও নিকটে মুখ দেখাইতে পারিতেছি না। এই অপমান অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

৭৯। **সঙ্কটে পড়িল পণ্ডিত**—ভট্টের কথা শুনিয়া পণ্ডিত-গোস্বামী মহাসঙ্কটে পড়িলেন। ভট্টের টীকা প্রভু শুনিলেন না, নীলাচলে যত ভক্ত আছেন, তাঁহাদের কেহও শুনিলেন না; পণ্ডিত কিরূপে শুনেন? তিনি কি করিবেন, ভট্টের টীকা শুনিবেন, কি না শুনিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

৮০। **যদ্যপি** ইত্যাতি—যদিও পণ্ডিত-গোস্বামী ভট্টকে অঙ্গীকার করিলেন না, তাঁহার টীকা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না, তথাপি ভট্ট তাঁহার নিকটে যাইয়া পণ্ডিতের ইচ্ছা প্রকাশের অপেক্ষা না রাখিয়াই বলপূর্ব্বক নিজের টীকা পড়িতে লাগিলেন। **পড়ে**—নিজের টীকা পড়িয়া শুনায়। **বলাৎকার**—বলপূর্ব্বক; পণ্ডিতের অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

৮১। ভট্টের আচরণে গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামী বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। ভট্টকে নিষেধও করিতে পারেন না, অথচ তাঁহার টীকা শুনিতেও পারেন না। বল্লভ-ভট্ট সৎকুলজাত ব্রাহ্মণ; বিশেষতঃ বিজ্ঞ পণ্ডিত; কিরূপে তাঁহাকে নিষেধ করেন? বিশেষতঃ স্বভাব-বিনীত পণ্ডিত-গোস্বামীর লজ্জাও অত্যন্ত অধিক। তাই তিনি স্পষ্ট-কথায় ভট্টকে নিষেধ করিতে পারেন না; আবার তাঁহার টীকাও শুনিতে পারেন না—প্রভু শুনেন নাই, প্রভুর ভক্তগণ শুনেন নাই, তিনি কিরূপে শুনেন? তিনি ভট্টের টীকা শুনিতেছেন, ইহা জানিলে প্রভু কি মনে করিবেন? প্রভুর কথা যাহাই

অন্তর্য্যামী প্রভু অবশ্য জানিবেন মোর মন।
তাঁরে ভয় নাহি কিছু, বিষম তাঁর গণ ॥ ৮২

যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি কিছু দোষ।
তথাপি প্রভুর গণ তাঁরে করে প্রণয়-রোষ ॥ ৮৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হউক, প্রভু অন্তর্য্যামী, পণ্ডিতের অন্তরের ভাব জানিয়া প্রভু তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন; কিন্তু প্রভুর পার্ষদভক্তগণ তো তাঁহাকে ক্ষমা করিবেননা! ইত্যাদি-ভাবিয়া পণ্ডিত অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কেবল মনে মনে কৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা করিলেন—"হে কৃষ্ণ! হে বিপদ-ভঞ্জন! আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি; বিপদে পড়িয়া তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম। কৃপা করিয়া আমাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার কর। হয়, ভট্টকে আমার নিকট হইতে সরাইয়া দেও, না হয়, আমি কি করিব, তাহা আমার চিত্তে জানাইয়া দেও।"

আভিজাত্যে—বল্লভভট্টের বিদ্যা ও কুলের কথা ভাবিয়া এবং নিজের লজ্জায়। **নিষেধন**—নিষেধ।

৮২। **অন্তর্য্যামী প্রভু** ইত্যাদি—গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামী মনে মনে বিচার করিলেন—"প্রভুর জন্য ততটা ভয় নাই; কেননা, তিনি অন্তর্য্যামী, তিনি আমার মনের ভাব জানিতে পারিবেন, ভট্ট জোর করিয়া আমার নিকটে তাঁহার টীকা পড়িতেছেন, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে—কেবল কানের কাছে উচ্চারিত হইতেছে বলিয়া, টীকার কথাগুলি কানের মধ্যে আপনা-আপনিই প্রবেশ করিতেছে বলিয়া আমাকে বাধ্য হইয়া তাহা শুনিতে হইতেছে—প্রভু ইহা জানিবেন, জানিয়া নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু প্রভুর সঙ্গীয় ভক্তগণ তো আমার মনের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিবেন না। যখন তাঁহারা দেখিবেন বা শুনিবেন যে, ভট্ট আমার নিকটে বসিয়া টীকা পাঠ করিতেছেন, তখনই তাঁহারা হয়তো মনে করিবেন, আমার আদেশে বা ইচ্ছাতেই ভট্ট ইহা করিতেছেন। তখন তাঁহাদের নিকটে আমার লাঞ্ছনার আর ইয়ত্তা থাকিবে না।"

বিষম তাঁর গণ—প্রভুর সঙ্গীয় বৈষ্ণবগণই বিষম ভয়ের কারণ।

৮৩। এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি।

যদ্যপি বিচারে ইত্যাদি—গদাধর-পণ্ডিতের মনের ভাব বিশেষরূপে জানিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে যদিও বুঝা যাইবে যে, ভট্টের টীকা শুনার ব্যাপারে পণ্ডিত-গোস্বামীর বাস্তবিক কোনও দোষই নাই। **প্রভুর গণ**—প্রভুর সঙ্গীয় অন্যান্য বৈষ্ণবগণ। **তাঁরে**—পণ্ডিত-গোস্বামীকে। **প্রণয়-রোষ**—প্রণয়-জনিত রোষ। প্রণয়মূলক ক্রোধ; বিদ্বেষ বা শত্রুতামূলক ক্রোধ নহে, ভালবাসা বা প্রীতিবশতঃ ক্রোধ। প্রণয়-রোষ কাহাকে বলে, একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

শিশু-পুত্র খুব আব্দার করিয়া মাতার নিকটে একটা নূতন জামা চাহিল; অর্থাভাব-বশতঃ মাতা তাহা দিতে পারিলেন না, তাতে মাতার মনেও অত্যন্ত দুঃখ হইল। কিন্তু তথাপি জামা না পাইয়া পুত্রের অত্যন্ত ক্রোধ হইল। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, ইহাতে মাতার কোনও দোষই নাই; কিন্তু শিশু কোনও বিচারের ধার ধারেনা, বিচারের শক্তিও তার নাই—সে মাতাকে খুব ভালবাসে, প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে; এই ভালবাসার জোরে মায়ের প্রতিই তাহার সম্পূর্ণ নির্ভরতা, মায়ের সামর্থ্যের উপরেও তাহার অগাধ আস্থা; তাই সে মায়ের নিকটে জামা চাহিয়াছে—তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, মা ইচ্ছা করিলেই তাহাকে জামা দিতে পারেন; (এই দৃঢ় বিশ্বাসের হেতুও মায়ের প্রতি তাহার অত্যন্ত ভালবাসা।) তাই জামা না পাইয়া সে রাগ করিল; হয়ত ভাবিল, "মা ইচ্ছা করিয়াই আমাকে জামা দিলেন না।" এস্থলে মায়ের প্রতি শিশুর যে ক্রোধ, তাহাই প্রণয়-রোষ।

প্রভুর পার্ষদগণ জানেন, গদাধর গৌর-গত-প্রাণ, এবং প্রভুও গদাধর-গত-প্রাণ; তাই তাঁহারা স্বভাবতঃই মনে করিতে পারেন যে, প্রভু যে টীকা শুনিলেন না, শুনিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, গদাধর কখনও সেই টীকা শুনিতে ইচ্ছা করিবেন না; গদাধরের নিকটে ভট্ট সেই টীকা পড়িলেও নিশ্চয়ই গদাধর, হয় তো ভট্টকে নিষেধ করিবেন, নয় তো, সে স্থান হইতে উঠিয়া যাইবেন। যখন দেখিলেন যে, গদাধর ইহার কিছুই করিলেন না, বরং

তথাপি বল্লভভট্ট আইসে প্রভুর স্থানে।
উদ্‌গ্রাহাদি প্রায় করে আচার্য্যাদি সনে॥ ৮৪
যেই কিছু কহে ভট্ট সিদ্ধান্তস্থাপন।
শুনিতেই আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন॥ ৮৫
আচার্য্যাদি-আগে ভট্ট যবে-যবে যায়।
রাজহংসমধ্যে যেন রহে বকপ্রায়॥ ৮৬
একদিন ভট্ট পুছিল আচার্য্যেরে—।
জীব-প্রকৃতি 'পতি' করি মানয়ে কৃষ্ণেরে॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বসিয়া বসিয়া ভট্টের মুখে তাঁহার টীকা শুনিতেছেন, তখন তাঁহাদের ক্রোধ হইল। গদাধরকে যদি তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া প্রীতি না করিতেন, তাহা হইলে গদাধরের এই আচরণকে তাঁহারা হয় তো উপেক্ষা করিতেন; কিন্তু যেখানে গাঢ় প্রীতি, সেখানে উপেক্ষার স্থান নাই: সে স্থানে অপ্রত্যাশিত কোনও কার্য্য দেখিলে লোকের ক্রোধই হয়। তাই, পার্ষদ-ভক্তগণেরও গদাধরের প্রতি ক্রোধ হইল—প্রণয়-রোষ জন্মিল।

৮৪। **তথাপি**—যদিও প্রভু তাঁহার টীকার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, যদিও জোর করিয়া গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামীকে তাঁহার টীকা শুনাইয়াছিলেন বলিয়া এবং গদাধর ভট্টকে নিষেধ করেন নাই বলিয়া সকলেই গদাধরের উপর রুষ্ট হইয়াছেন, তথাপি।

উদ্‌গ্রাহ—বিদ্যাবিচার (শব্দকল্পদ্রুমধৃত ভরত)। কাহার কতটুকু বিদ্যা আছে, শাস্ত্রজ্ঞান আছে, তাহা জানিবার জন্য কোনও সমস্যার উত্থাপন করিয়া বিচার করাকে উদ্‌গ্রাহ বলে। "জীব প্রকৃতি পতি করি মানয়ে কৃষ্ণেরে॥ পতিব্রতা যেই পতির নাম নাহি লয়। তোমরা কৃষ্ণনাম লও কোন্ ধর্ম্ম হয়॥ ৩।৭।৮৭-৮॥" এই সকল কথা উত্থাপন করিয়া বল্লভ-ভট্ট অদ্বৈত-আচার্য্যাদির শাস্ত্রজ্ঞান জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; ইহাও অনেকটা উদ্‌গ্রাহেরই মতন—উদ্‌গ্রাহাদি প্রায়।

কাহারও কাহারও মতে—যুক্তির উল্লেখ-পূর্ব্বক কোনও প্রশ্নের উত্তর দেওয়াকে উদ্‌গ্রাহ বলে (আপ্তের অভিধান)। কিন্তু পরবর্ত্তী "জীব প্রকৃতি" প্রভৃতি পয়ারে বল্লভভট্ট যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে যুক্তির উল্লেখপূর্ব্বক একটী প্রশ্ন মাত্র করিয়াছেন, সাক্ষাদ্‌ভাবে কোনও প্রশ্নের উত্তর দেন নাই। তবে ইতঃপূর্ব্বে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদবর্গ ভট্টের টীকার প্রতি যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই উপেক্ষামূলক আচরণের প্রতি-আচরণ দ্বারা প্রভুর পার্ষদগণকে জব্দ করার উদ্দেশ্যেই জাতক্রোধ বল্লভ-ভট্ট সম্ভবতঃ "জীব প্রকৃতি" প্রভৃতি প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছিলেন; এইভাবে ভট্টের এই প্রশ্নকে পার্ষদগণের পূর্ব্ব আচরণের উত্তররূপে মনে করা যাইতে পারে; সুতরাং ইহা সাক্ষাদ্‌ভাবে উদ্‌গ্রাহ (যুক্তিমূলক উত্তর) না হইলেও উদ্‌গ্রাহের তুল্য—উদ্‌গ্রাহাদি প্রায়। সম্ভবতঃ এইরূপ ভাব মনে করিয়াই 'উদ্‌গ্রাহাদিপ্রায়' শব্দের অর্থে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"কালান্তর-কৃতপ্রশ্নস্যোত্তরং উদ্‌গ্রাহস্তমিব—অন্য সময়ে কৃত কোনও প্রশ্নের উত্তরকে উদ্‌গ্রাহ বলে, সেই উদ্‌গ্রাহের মতন।"

আচার্য্যাদি সনে—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য প্রভৃতি প্রভুর পার্ষদগণের সঙ্গে। বল্লভভট্ট প্রভুর পার্ষদগণের বিদ্যা-বুদ্ধির লঘুতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতেন।

৮৫। **যেই কিছু**—ইত্যাদি—বল্লভভট্ট যে কিছু সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, অদ্বৈত-আচার্য্য তৎক্ষণাৎই তাহা খণ্ডন করিয়া ফেলেন।

৮৬। **আগে**—সম্মুখে, নিকটে। **রাজহংস** ইত্যাদি—রাজহংস-সমূহের মধ্যে একটী বক যেমন নিতান্ত নগণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, প্রভুর পার্ষদগণের মধ্যেও বল্লভভট্ট তদ্রূপ নগণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন।

৮৭। **প্রকৃতি**—স্ত্রী। **জীব-প্রকৃতি** ইত্যাদি—জীব হইল কৃষ্ণের প্রকৃতি বা স্ত্রী; তাই জীব কৃষ্ণকে পতি (স্বামী) বলিয়া মনে করে।

শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অংশ বলিয়া জীব হইল কৃষ্ণের শক্তি, আর কৃষ্ণ হইলেন সেই শক্তির শক্তিমান্ বা সেই

পতিব্রতা যেই, পতির নাম নাহি লয়।
তোমরা কৃষ্ণনাম লও, কোন্ ধর্ম্ম হয় ? ॥ ৮৮
আচার্য্য কহে—আগে তোমার ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্।
ইহাঁরে পুছ, ইহোঁ করিবেন ইহার সমাধান্ ॥ ৮৯
শুনি প্রভু কহে—তুমি না জান ধর্ম্মমর্ম্ম।
স্বামি-আজ্ঞা পালে—এই পতিব্রতাধর্ম্ম ॥ ৯০
পতির আজ্ঞা—নিরন্তর তাঁর নাম লৈতে।
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে খণ্ডিতে ॥ ৯১
অতএব নাম লয়, নামের ফল পায়।
নামের ফল কৃষ্ণকৃপায় প্রেম উপজায় ॥ ৯২
শুনিয়া বল্লভভট্ট হৈল নির্ব্বচন।
ঘরে যাই দুঃখমনে করেন চিন্তন—॥ ৯৩
নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষাপাত।
একদিন যদি উপরি পড়ে আমার বাত ॥ ৯৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শক্তির পতি। শক্তি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বলিয়াই বোধ হয় বল্লভভট্ট জীবশক্তির অংশ-স্বরূপ জীবকে স্ত্রী বলিয়াছেন এবং ঐ শক্তির পতি (অধীশ্বর) কৃষ্ণকে তাহার পতি বলিয়াছেন।

৮৮। **পতিব্রতা**—পতিসেবাই ব্রত যে স্ত্রীর; পতিগত-প্রাণা। **পতিব্রতা যেই** ইত্যাদি—যে স্ত্রী পতিব্রতা, সে কখনও পতির নাম উচ্চারণ করে না। কৃষ্ণ তোমাদের পতি; তোমরা কিরূপে সর্ব্বদা কৃষ্ণের নাম লইতেছ ? ইহা তোমাদের কিরূপ ধর্ম্ম ? ভট্টের প্রশ্নের ধ্বনি এই যে, "তোমরা কৃষ্ণের পত্নী বটে, কিন্তু পতিব্রতা পত্নী নহ।"

প্রভু এবং তাঁহার পার্ষদ্‌গণ সর্ব্বদাই কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতেন। তাই ভট্ট মনে করিয়াছিলেন, এই প্রশ্ন দ্বারা ভট্ট তাঁহাদিগকে বেশ জব্দ করিতে পারিবেন; যেহেতু, ভট্ট মনে করিয়াছিলেন, এই প্রশ্নের কোনও সন্তোষজনক উত্তরই তাঁহারা দিতে পারিবেন না।

"যেই পতির" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "নিজপতির" পাঠ আছে।

৮৯। ভট্টের প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য বলিলেন—"কৃষ্ণের নাম গ্রহণ করি বলিয়া আমাদের ধর্ম্ম হইতেছে কি অধর্ম্ম হইতেছে, তাহা তুমি প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর। প্রভু মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, তিনি তোমার সাক্ষাতেই উপস্থিত আছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিই তোমার প্রশ্নের সমাধান করিবেন।"

"ইহার সমাধান" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "কহিবেন প্রমাণ" পাঠান্তর আছে।

৯০। অদ্বৈত-আচার্য্যের কথা শুনিয়া প্রভু আপনা হইতেই ভট্টের প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভু বলিলেন "ভট্ট! তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম জাননা; তাই এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছ। স্বামীর আজ্ঞা পালন করাই পতিব্রতার ধর্ম্ম; ইহাই পতিব্রতার ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম।"

৯১। "জীবের পতি যে শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বদা তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) নাম লওয়ার নিমিত্ত জীবের প্রতি আদেশ করিয়াছেন। তাই জীব সর্ব্বদা তাঁহার নাম গ্রহণ করে; পতিব্রতা রমণী কখনও পতির আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারে না—লঙ্ঘন করিলে তাঁহার পাতিব্রত্যই থাকে না।"

৯২। **অতএব নাম লয়** ইত্যাদি—"পতির নাম লইবার নিমিত্ত পতিরই (কৃষ্ণেরই) আদেশ আছে বলিয়া জীব তাঁহার নাম লয়। ভট্ট! নামের ফল কি জান ? নামের ফলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়।"

কৃষ্ণকৃপা-শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এই যে, প্রেম কৃষ্ণকৃপাসাপেক্ষ।

"নামের ফল কৃষ্ণকৃপায়" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "নামের ফলে কৃষ্ণপদে" পাঠান্তর আছে।

"তুমি না জান" হইতে "প্রেম উপজায়" পর্য্যন্ত ভট্টের প্রশ্নের উত্তরে প্রভুর উক্তি।

৯৩। **শুনিয়া**—প্রভুর উত্তর শুনিয়া। **নির্ব্বচন**—বাক্যশূন্য; কথা বলার শক্তিহীন।

৯৪। **নিত্য**—প্রতিদিন।

তবে সুখ হয়, আর সব লজ্জা যায়।
স্ববচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায় ? ॥ ৯৫
আর দিন বসিলা আসি প্রভু নমস্করি।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি—॥ ৯৬
ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যার বচন ॥ ৯৭
সেই ব্যাখ্যা করে যাহাঁ যেই পড়ে আনি।
একবাক্যতা নাহি, তাতে স্বামী নাহি মানি ॥ ৯৮
প্রভু হাসি কহে—স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥ ৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই সভায়—প্রভুর পার্ষদগণের সভায়। **হয় কক্ষাপাত**—পরাজয় হয়; আমি যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করি, তাহা কুসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। **উপরি পড়ে আমার বাত**—আমার কথার বা আমার সিদ্ধান্তের প্রাধান্য থাকে।

৯৫। **তবে**—অন্ততঃ একদিনও যদি আমার কথার প্রাধান্য থাকে, তাহা হইলেই। **স্ববচন স্থাপিতে**—নিজের কথার প্রাধান্য রক্ষা করিতে।

ভট্টের মনে এখনও যে অভিমান আছে, এই দুই পয়ার হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

৯৬। **বসিলা**—বল্লভ-ভট্ট বসিলেন, প্রভুর সভায়। **প্রভু নমস্করি**—প্রভুকে নমস্কার করিয়া। **কহেন**—ভট্ট যাহা বলিলেন, পরবর্ত্তী দুই পয়ারে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

৯৭। **ভাগবতে**—শ্রীমদ্‌ভাগবতে।

স্বামীর ব্যাখ্যা—শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা ; শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্‌ভাগবতের যে টীকা করিয়াছেন, ভট্ট তাহার কথাই বলিতেছেন। **লইতে না পারি**—স্বীকার করিতে পারি না, অসঙ্গত বলিয়া।

বল্লভভট্ট ভাবিয়াছিলেন, শ্রীধরস্বামীর টীকাকে প্রামাণ্য বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন—প্রভুও স্বীকার করেন, প্রভুর পার্ষদগণও স্বীকার করেন। কিন্তু আমার টীকায়, যেরূপ যুক্তি-প্রমাণাদি দ্বারা আমি শ্রীধর-স্বামীর টীকার দোষ দেখাইয়াছি, তাহা যদি প্রভুর সভায় দেখাইতে পারি, তাহা হইলে অদ্বৈত-আচার্য্যাদি কাহারও আর একটী কথাও বলিবার শক্তি থাকিবে না, আমার প্রাধান্য তখন আর তাঁহারা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। এসব ভাবিয়া প্রভুর সভায় গিয়া ভট্ট বলিলেন—"শ্রীধর-স্বামী শ্রীমদ্‌ভাগবতের যে টীকা করিয়াছেন, আমি তাহা খণ্ডন করিয়াছি ; আমি তাঁহার ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারি না।"

৯৮। শ্রীধর-স্বামীর ব্যাখ্যা কেন তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহার কারণ-স্বরূপে বল্লভভট্ট বলিলেন—"যেখানে যাহা (যে শ্লোক বা শব্দ) পাইয়াছেন, শ্রীধরস্বামী সেইখানে তাহার (সেই শ্লোক বা শব্দের) অর্থ লিখিয়াছেন, পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া, সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই। এজন্য তাঁহার ব্যাখ্যার একবাক্যতা (সামঞ্জস্য) দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই আমি তাঁহার ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে পারি না।"

একবাক্যতা—পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য।

"যাঁহা যেই পড়ে আনি" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "যাঁহা যেই পড়ে জানি" পাঠ আছে।

৯৯। **প্রভু হাসি কহে**—ভট্টের প্রতি অবজ্ঞা বা উপেক্ষার হাসি হাসিয়া কহিলেন। **স্বামী**—শ্রীধর-স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন।

শ্রীধরস্বামীর টীকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভট্ট বলিয়াছিলেন, "আমি স্বামী মানি না।" তদুত্তরে ভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার নিমিত্ত উপেক্ষামূলক উপহাসের সহিত প্রভু বলিলেন—"যে স্বামী মানে না, বেশ্যার মধ্যেই তাহাকে গণ্য করা হয়।" এই কথার মর্ম্ম এই যে, "যে স্ত্রীলোক স্বামীকে মানে না, সে যেমন ব্যভিচারিণী বলিয়া বেশ্যার মধ্যে পরিগণিত, তদ্রূপ যে ব্যক্তি শ্রীধরস্বামীর টীকা মানে না, শাস্ত্রার্থের দিক্ দিয়া, সেই ব্যক্তিও ব্যভিচারীর মধ্যে পরিগণিত।"

এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
শুনিয়া সভার মনে সন্তোষ হইলা ॥ ১০০
জগতের হিত-লাগি গৌর অবতার।
অন্তরে অভিমান জানেন আছয়ে তাঁহার ॥ ১০১
নানা অবজানে ভট্টে শোধে ভগবান।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান ॥ ১০২
অজ্ঞ জীব নিজ হিতে 'অহিত' করি মানে।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে, পাছে উঘাড়ে নয়নে ॥ ১০৩
ঘরে আসি রাত্র্যে ভট্ট চিন্তিতে লাগিলা—
পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহাকৃপা কৈলা ॥ ১০৪
স্বগণসহিত মোর মানিল নিমন্ত্রণ।
এবে কেনে প্রভুর মোতে ফিরি গেল মন? ॥১০৫
'আমি জিতি' এই গর্ব্ব শূন্য হউক ইহাঁর চিত।
ঈশ্বরস্বভাব এই—করে সভাকার হিত ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০০। **মৌন করিলা**—চুপ করিয়া রহিলেন।

১০১। **অভিমান**—গর্ব্ব, অহঙ্কার। **তাঁহার**—বল্লভ-ভট্টের।

১০২। **নানা অবজানে**—অনেক প্রকার অবজ্ঞা বা উপেক্ষা দ্বারা। **শোধে**—শোধন করেন; গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া মন নির্ম্মল করেন। **কৃষ্ণ যৈছে** ইত্যাদি—ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র যখন অভিমানভরে সাতদিন পর্য্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি-বর্ষণ করিয়া ব্রজভূমিকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত উত্তোলন করিয়া গোবর্দ্ধনের আশ্রয়ে ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করায় ইন্দ্রের গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছিল। এইরূপে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেমন ইন্দ্রের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও বল্লভ-ভট্টের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন।

১০৩। **অজ্ঞ**—নির্ব্বোধ; গর্ব্বান্ধ। **পাছে**—গর্ব্ব চূর্ণ হওয়ার পরে। **উঘাড়ে নয়নে**—চক্ষু খোলে, অর্থাৎ আসল বিষয় বুঝিতে পারে।

গর্ব্বান্ধ বলিয়া যাহারা ভালমন্দ বুঝিতে পারে না, তাহাদের হিতার্থী ব্যক্তি তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত সময়ে সময়ে এমন কাজ করেন, যাহার মর্ম্ম তাহারা বুঝিতে পারে না বলিয়া হিতার্থীর ঐ কাজকে নিজেদের অনিষ্টজনক বলিয়াই মনে করিয়া থাকে; কিন্তু যখন তাহাদের চিত্ত হইতে গর্ব্ব দূর হইয়া যায়, তখন তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের হিতার্থী ব্যক্তি যাহা করিয়াছেন, তাহা তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্তই, অনিষ্টের নিমিত্ত নহে।

এই পয়ারের ধ্বনি এই যে, পরম-মঙ্গলময় শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ভট্টের প্রতি যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভট্টের মঙ্গলের নিমিত্তই; উপেক্ষা দ্বারা ভট্টের অভিমানে আঘাত লাগিলে তাহার গর্ব্ব চূর্ণ হইতে পারে, এই মঙ্গলময় অভিপ্রায়েই প্রভু তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু অজ্ঞ বলিয়া, গর্ব্বান্ধ বলিয়া ভট্ট প্রভুর উপেক্ষার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই; তাই চিত্তে দুঃখ অনুভব করিয়াছেন। পরে যখন তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তখন ভট্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্তই প্রভু তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে ইহাই বিবৃত হইয়াছে।

১০৪। **ঘরে আসি**—বাসায় ফিরিয়া আসিয়া। **চিন্তিতে লাগিলা**—ভট্ট কি চিন্তা করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী 'পূর্ব্বে প্রয়াগে' হইতে "যেন ইন্দ্র মহামূর্খ" পর্য্যন্ত পাঁচ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। **পূর্ব্বে**—প্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন। **মহাকৃপা কৈলা**—প্রভু অত্যন্ত কৃপা করিয়াছিলেন।

১০৫। **স্বগণ সহিত**—নিজের পার্ষদগণের সহিত।

প্রয়াগে, স্বগণ সহিত প্রভু ভট্টের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার গৃহে আহার করিয়াছিলেন, ইহাই ভট্টের প্রতি প্রভুর মহাকৃপা।

মোতে—আমার প্রতি।

১০৬। "যে প্রভু পূর্ব্বে আমার প্রতি যথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই প্রভু এখন কেন আমার প্রতি

আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান।
সে গর্ব্ব খণ্ডাইতে আমার করে অপমান॥ ১০৭
আমার হিত করেন ইহোঁ, আমি মানি দুঃখ।
কৃষ্ণের উপরে কৈল যেন ইন্দ্র মহামূর্খ॥ ১০৮
এত চিন্তি প্রাতে আসি প্রভুর চরণে।
দৈন্য করি স্তুতি করি লইল শরণে—॥ ১০৯
আমি অজ্ঞ জীব, অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈল।
তোমার আগে মূর্খ হঞা পাণ্ডিত্য প্রকটিল॥১১০
তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা যে করিলা।
অপমান করি সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা॥ ১১১
আমি অজ্ঞ, হিতস্থানে মানি 'অপমান'।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণ নিন্দা করিল অজ্ঞান॥ ১১২
তোমার কৃপাঞ্জনে এবে গর্ব্ব-অন্ধা গেল।
তুমি এত কৃপা কৈলে, এবে জ্ঞান হৈল॥ ১১৩
অপরাধ কৈলুঁ, ক্ষম—লইলুঁ শরণ।
কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ॥ ১১৪
প্রভু কহে—তুমি পণ্ডিত মহাভাগত।
দুই গুণ যাহাঁ তাহাঁ নাহি গর্ব্ব-পর্ব্বত॥ ১১৫
শ্রীধরস্বামী নিন্দি নিজে টীকা কর।
'শ্রীধরস্বামী নাহি মানি' এত গর্ব্ব ধর॥ ১১৬
শ্রীধরস্বামী-প্রসাদেতে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী, 'গুরু' করি মানি॥ ১১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এমন উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন?" ইহা চিন্তা করিতে করিতে প্রভুর কৃপাতেই ভট্ট উপেক্ষার কারণ বুঝিতে পারিলেন। "প্রভুর সভায় বিদ্যাবিচারে আমি জয় লাভ করিব, এইরূপ একটা গর্ব্বে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ ছিল; আমার চিত্ত হইতে এই গর্ব্ব দূরীভূত করিবার নিমিত্তই পরমকরুণ প্রভু আমার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। বাস্তবিক তিনি আমার মঙ্গলের নিমিত্তই আমাকে উপেক্ষা করিয়াছেন। যাতে সকলের মঙ্গল হইতে পারে, তাহা করা ঈশ্বরের স্বভাব; প্রভু স্বয়ং ঈশ্বর, তাই আমার যাতে মঙ্গল হইতে পারে, তিনি তাহাই করিয়াছেন; অজ্ঞ বলিয়া আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই।

এক্ষণে ভট্টের চিত্ত গর্ব্বশূন্য হওয়াতেই প্রভুর উপেক্ষার মর্ম্ম তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন।

ঈশ্বর-স্বভাব এই ইত্যাদি—তিনি 'সত্যং শিবং' বলিয়া।

১০৭। **করে অপমান**—প্রভু আমার (ভট্টের) অপমান করেন, আমার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া।

১০৮। **কৃষ্ণের উপরে** ইত্যাদি—ইন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিলে পর মূর্খতা-প্রযুক্ত ইন্দ্র তাহাতে স্বীয় অপমান মনে করিয়া কৃষ্ণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বৃন্দাবনে মুষলধারে বৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন।

১১২। **ইন্দ্র যেন কৃষ্ণনিন্দা** ইত্যাদি—যজ্ঞ ভঙ্গ হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র কৃষ্ণের নিন্দা করিয়াছিলেন; ৩।৫।১২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অজ্ঞান**—জ্ঞানহীন ইন্দ্র।

১১৩। **তোমার কৃপাঞ্জনে**—প্রভুর কৃপারূপ অঞ্জন-শলাকাদ্বারা। **গর্ব্ব-অন্ধা**—গর্ব্বজনিত অন্ধতা; অজ্ঞানতা। **তুমি এত** ইত্যাদি—তুমি যে আমার প্রতি এত কৃপা করিয়াছ, তাহা এক্ষণে মাত্র বুঝিতে পারিলাম, আগে বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই তোমার প্রদর্শিত উপেক্ষায় নিজের অপমান মনে করিয়াছি।

১১৫। **দুই গুণ**—পাণ্ডিত্য ও মহাভাগবততা এই দুই গুণ। **গর্ব্ব-পর্ব্বত**—গর্ব্বরূপ পর্ব্বত। এই শব্দের ধ্বনি এই যে, পর্ব্বত যেমন সর্ব্বদা মস্তক উন্নত করিয়া থাকে, কাহারও নিকটেই মস্তক অবনত করে না; তদ্রূপ যাঁহার গর্ব্ব আছে, তিনিও সর্ব্বদা অহঙ্কারে মস্তক উন্নত করিয়া রাখেন, গর্ব্বী লোক কাহারও নিকটেই মস্তক অবনত করেন না। কিন্তু যিনি পণ্ডিত এবং মহাভাগবত, তাঁহার চিত্তে গর্ব্ব স্থান পাইতে পারে না, তিনি কখনও অহঙ্কারে মত্ত হয়েন না।

"তুমি পণ্ডিত" হইতে "অচিরাতে পাবে" ইত্যাদি পর্য্যন্ত কয় পয়ারে প্রভু কৃপা করিয়া ভট্টের প্রতি উপদেশ দিতেছেন।

১১৬। **নিন্দি**—নিন্দা করিয়া; একবাক্যতা নাই ইত্যাদি বলিয়া।

শ্রীধর-উপরে গর্ব্ব যে কিছু করিবে।
অস্তব্যস্ত লিখন সেই, লোকে না মানিবে ॥ ১১৮
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সবলোক মান্য করি করয়ে গ্রহণ ॥ ১১৯
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ-ভগবান্ ॥ ১২০
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ১২১
ভট্ট কহে—যদি মোরে হইলে প্রসন্ন।
একদিন পুন মোর মান নিমন্ত্রণ ॥ ১২২
প্রভু অবতীর্ণ হয় জগত তারিতে।
মানিলেন নিমন্ত্রণ, তাঁরে সুখ দিতে ॥ ১২৩
'জগতের হিত হউক' এই প্রভুর মন।
দণ্ড করি করে তাঁর হৃদয় শোধন ॥ ১২৪
স্বগণসহ মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা।
মহাপ্রভু তাঁরে তবে প্রসন্ন হইলা ॥ ১২৫
জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
সত্যভামাপ্রায় প্রেমের বাম্যস্বভাব ॥ ১২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১৮। **অস্তব্যস্ত**—শাস্ত্র-ব্যবস্থা না মানিয়া যথেচ্ছমত, অপসিদ্ধান্তপূর্ণ। কোনও কোনও গ্রন্থে "অব্যবস্থ" পাঠ আছে। **অব্যবস্থ**—শাস্ত্রের ব্যবস্থাশূন্য; যাহা শাস্ত্রসম্মত নহে।

১২০। অভিজ্ঞ উপদেষ্টার মত প্রভু প্রথমে "শ্রীধরস্বামী নিন্দি" হইতে "করয়ে গ্রহণ" পর্য্যন্ত চারি পয়ারে বল্লভভট্টের ক্রটী দেখাইয়া "শ্রীধরানুগত কর" প্রভৃতি দুই পয়ারে তাঁহার কর্ত্তব্যের উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীধরানুগত—শ্রীধর-স্বামীর টীকার আনুগত্য স্বীকার করিয়া। **ভাগবত-ব্যাখ্যান**—শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ।

১২১। **অপরাধ**—নাম-অপরাধ।

১২৩। **তাঁরে**—বল্লভ-ভট্টেরে।

১২৬। বাহিরে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেও প্রভুর অন্তঃকরণে বল্লভ ভট্টের প্রতি অত্যন্ত কৃপা ছিল; কৃপা ছিল বলিয়াই তিনি ভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া তাঁহার চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গর্ব্ব চূর্ণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে, উপদেশ অপেক্ষা উপেক্ষাই বিশেষ ফলপ্রদ, তাই প্রভু ভট্টের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন-রূপ গর্ব্বনাশের উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

ভিতরে যথেষ্ট কৃপার ভাব থাকা সত্ত্বেও বাহিরে কৃপার বিপরীত ভাব প্রদর্শন যে প্রভু কেবল বল্লভ-ভট্ট সম্বন্ধেই করিয়াছেন, তাহা নহে; জগদানন্দ-পণ্ডিত, গদাধরপণ্ডিত-গোস্বামী প্রভৃতি প্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সঙ্গেও প্রভু এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন; পরম-রসিক শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইহা এক অপূর্ব্ব রঙ্গ-ভঙ্গী। জগদানন্দ প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়, তথাপি প্রভু বাহিরে তাঁহার সঙ্গে অনেক প্রণয়-কলহ করিতেন; গদাধরপণ্ডিত-গোস্বামী প্রভুর অন্তরঙ্গ-পার্ষদ, তথাপি প্রভু অনেক সময় তাঁহার প্রতি প্রণয়-রোষ প্রকাশ করিতেন; এক্ষণে "জগদানন্দপণ্ডিতের" ইত্যাদি কয় পয়ারে তাহাই দেখাইতেছেন।

গাঢ়ভাব—গাঢ়প্রেম। **সত্যভামাপ্রায়**—সত্যভামার মতন। জগদানন্দ পণ্ডিত দ্বাপর-লীলায় সত্যভামা ছিলেন। ৩।৪।১৬৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **বাম্যস্বভাব**—বক্র-সভাব; সোজাসোজি মনের কথা প্রকাশ না করিয়া প্রকারান্তরে, হয়ত মনের ভাবের বিপরীত ব্যবহারে, তাহা প্রকাশ করাই বাম্যভাব।

জগদানন্দের বাম্য-স্বভাবের একটী দৃষ্টান্ত এই:—শিবানন্দ-সেনের নিকট হইতে জগদানন্দ প্রভুর নিমিত্ত এক কলসী চন্দনাদি-তৈল আনিয়াছিলেন; এই তৈল প্রভু ব্যবহার করেন, ইহাই জগদানন্দের ইচ্ছা ছিল; কেননা, এই তৈল ব্যবহার করিলে পিত্তবায়ু-ব্যাধির প্রকোপ প্রশমিত হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু সন্ন্যাসী বলিয়া প্রভু তৈল অঙ্গীকার করিলেন না; জগদানন্দকে "প্রভু কহে—পণ্ডিত তৈল আনিলে গৌড় হৈতে। আমি ত সন্ন্যাসী তৈল না পারি লইতে ॥ জগন্নাথে দেহ লঞা, দীপ যেন জ্বলে। তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে ॥ ৩।১২।১০৭-৮॥" কিন্তু বাম্য-স্বভাব

বারবার প্রণয়-কলহ করে প্রভুসনে।
অন্যোন্যে খটমটী চলে দুইজনে ॥ ১২৭
গদাধর-পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
রুক্মিণীদেবীর যেন দক্ষিণ-স্বভাব ॥ ১২৮
তাঁর প্রণয়রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয়।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁর রোষ না উপজয় ॥ ১২৯
এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাস।
শুনি পণ্ডিতের মনে উপজিল ত্রাস ॥ ১৩০
পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদি পরিহাস কৈল।
শুনি রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল ॥ ১৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জগদানন্দ প্রভুর কথা শুনিয়া প্রণয়-রোষে বলিলেন, "—কে তোমাকে কহে মিথ্যাবাণী। আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি ॥ এত বলি ঘর হৈতে তৈল কলস লঞা। প্রভু আগে আঙ্গিনাতে ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥ তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজ ঘরে গিয়া। শুতিয়া রহিলা ঘরে কপাট মারিয়া ॥ ৩।১২।১১৭-১৯ ॥"

১২৭। প্রণয়-কলহ—প্রণয়জনিত কলহ, বিদ্বেষ জনিত কলহ নহে। পূর্ব্বোক্ত তৈলকলস-ভঙ্গের বিবরণও প্রণয়-কলহের একটী উদাহরণ। **অন্যোন্যে**—পরস্পরে; একে অন্যে। **খটমটি**—খুটিনাটি বিষয় লইয়া প্রণয়-কলহ। কোনও কোনও গ্রন্থে "খটপটি" পাঠান্তর আছে। **দুইজনে**—প্রভুতে ও জগদানন্দে।

১২৮। শ্রীশ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে গদাধর-পণ্ডিতে শ্রীরাধা ও শ্রীললিতা উভয়ই আছেন। এই পয়ারের মর্ম্মে বুঝা যায়, তাঁহাতে শ্রীরুক্মিণীদেবীও আছেন। গৌর-লীলায় একই স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণলীলার বহু স্বরূপের সমাবেশ প্রায়ই দৃষ্ট হয়।

দক্ষিণ-স্বভাব—সরল ভাব; ইহা বাম্যভাবের বিপরীত।

১২৯। তাঁর প্রণয়-রোষ—গদাধরের প্রণয়-রোষ (প্রণয়-জনিত ক্রোধ)।

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে—রুক্মিণীর যেমন শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান (ঈশ্বর-বুদ্ধি) ছিল, রুক্মিণীর ভাবে গদাধরেরও শ্রীমন্-মহাপ্রভুর প্রতি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান ছিল।

তাঁর রোষ না উপজয়—শ্রীমন্মহাপ্রভুতে গদাধরের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমূলক গৌরব-বুদ্ধি ছিল বলিয়া প্রভুর প্রতি তাঁহার কোনও সময়েই ক্রোধ জন্মিত না। যেখানে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান, সেখানেই মদীয়তাময় ভাবের অভাব; মদীয়তাময় ভাব না থাকিলে প্রণয়-রোষ জন্মিতে পারে না।

১৩০। এই লক্ষ্য—এই উপলক্ষ্য; এই ছল; গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামী বল্লভভট্টের টীকা শুনিয়াছেন, এই ছল পাইয়া। **রোষাভাস**—ক্রোধের আভাস, বাস্তবিক ক্রোধ নহে; বাহিরে যাহাকে ক্রোধের মতন দেখা যায়, বাস্তবিক যাহা ক্রোধ নহে, তাহাই রোষাভাস। **উপজিল ত্রাস**—ভয় জন্মিল।

গদাধর-পণ্ডিতের প্রণয়-রোষ দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিবার নিমিত্ত প্রভুর অত্যন্ত ইচ্ছা হয়; কিন্তু প্রভুর প্রতি পণ্ডিতের ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি আছে বলিয়া প্রভুর কোনও ব্যবহারেই তাঁহার ক্রোধ জন্মে না। তখন প্রভু মনে করিলেন, কোনও ছলে গদাধরের প্রতি বাহ্যিক ক্রোধ (রোষাভাস) প্রকাশ করিলে তাঁহার ক্রোধ হয় কিনা দেখা যাউক। একটী উপলক্ষ্যও জুটিয়া গেল। বল্লভভট্ট গদাধরের নিকটে বসিয়া স্বকৃত টীকা পড়িয়াছেন, গদাধরকে বাধ্য হইয়া তাহা শুনিতে হইয়াছে—প্রভু ইহা শুনিতে পাইলেন; এই ছলে প্রভু গদাধরের প্রতি ক্রুদ্ধ (বাহ্যিক) হইলেন; প্রভু মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া গদাধরও প্রভুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন; কারণ, টীকা-শ্রবণ-ব্যাপারে গদাধরের যে বাস্তবিক কোনও দোষই নাই, ইহা অপরে না বুঝিলেও গদাধরের ধারণা ছিল যে, প্রভু অবশ্যই বুঝিবেন, কারণ প্রভু অন্তর্য্যামী; তথাপি, বিনা কারণে প্রভু যদি ক্রুদ্ধ হয়েন, তাহা হইলে গদাধরেরও ক্রোধ হওয়ার কথা। কিন্তু তাহা হইল না; গদাধরের ক্রোধ হইলনা, হইল ভয়।

১৩১। পূর্ব্বে—দ্বাপর-লীলায়।

বল্লভভট্টের হয় বাল্য-উপাসনা।
বালগোপালমন্ত্রে তেঁহো করেন সেবনা ॥ ১৩২
পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল।
কিশোর-গোপাল উপাসনায় মন হৈল ॥ ১৩৩
পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে—এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে॥ ১৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৃষ্ণ যদি পরিহাস কৈল—কৃষ্ণ যখন রুক্মিণীকে পরিহাস করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৬০ম অধ্যায়ে এই পরিহাসের কথা বিবৃত আছে।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ সুসজ্জিত পালঙ্কের উপরে বসিয়া আছেন, রুক্মিণী তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন। এমন সময়ে রুক্মিণীর সহিত একটু পরিহাস-রঙ্গ উপভোগ করিবার ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে রাজপুত্রি! লোক-পালদিগের ন্যায় বিভূতিশালী মহানুভব, ধনবান্, শ্রীমান্ এবং রূপে, ঔদার্য্যে ও বলে সুসমৃদ্ধ রাজগণ তোমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; মদোন্মত্ত শিশুপাল তোমাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; তোমার পিতা এবং ভ্রাতাও তোমায় তাঁহাদিগকে দান করিতে উদ্যত ছিলেন। তথাপি তুমি তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া কেন আমার ন্যায় পাত্রকে বরণ করিলে? রাজগণের ভয়ে ভীত হইয়া আমি সমুদ্রে আশ্রয় লইয়াছি; বলবান্দিগের সহিত শত্রুতা করিয়াছি; যে কোনও প্রকার রাজাসন পরিত্যাগ করিয়াছি। যে সকল পুরুষের আচরণ দুর্ব্বোধ্য, যাঁহারা স্ত্রীর পরতন্ত্র নহেন, রমণীগণ তাঁহাদের পদবী অনুসরণ করিলে দুঃখই পাইয়া থাকে। আমরা নিষ্কিঞ্চন, কেবল নিষ্কিঞ্চনেরাই আমাদিগকে ভালবাসেন। যাঁহাদের ধন, জন্ম, আকৃতি ও প্রভাব সমান, তাঁহাদিগেরই পরস্পর বিবাহ ও বন্ধুতা সুখকর হয়; উত্তমে ও অধমে কখনও পরিণয় বা মিত্রতা সম্ভব হয় না। বিদর্ভ-নন্দিনি! তুমি দূরদর্শিনী নহ; তাই ভালমন্দ বিচার করিতে না পারিয়া গুণহীন-আমাকে বরণ করিয়াছ। ভিক্ষুক ব্যতীত অপর কেহই আমাদের প্রশংসা করে না। যাহার সহিত মিলিত হইলে তুমি ইহকালে ও পরকালে সুখভোগ করিতে পারিবে, এখনও তুমি তাদৃশ নিজের অনুরূপ কোনও ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠকে ভজনা কর। শিশুপাল, শাল্ব, দন্তবক্র, জরাসন্ধাদি রাজগণ বীর্য্যমদে অন্ধ ও দর্পিত হইয়াছিল; তাহাদের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার নিমিত্তই আমি তোমাকে আনয়ন করিয়াছি; আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, এখন তুমি তাঁহাদের কাহাকেও ভজনা করিতে পার। বিশেষতঃ, আমি দেহে ও গৃহে উদাসীন; আমি স্ত্রী, পুত্র, বা ধনকামনাও করি না—আত্মলাভেই আমি পূর্ণ; সুতরাং আমাকে ভজনা করিয়া তোমার সুখের কোনও সম্ভাবনাই নাই।—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৬০।১০-২০॥"

ত্রাস—ভয়। রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকৃত উপহাসের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই; তাই কৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহার অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল—স্ত্রী-পুত্রাদিতে শ্রীকৃষ্ণের কোনও কামনা নাই বলিয়া, বিশেষতঃ তিনি আত্মলাভেই পরিতৃপ্ত বলিয়া, কোন্ দিন হয়তো তিনি রুক্মিণীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন—ইহাই তাঁহার ভয়ের কারণ ছিল। তিনি এত ভীত হইয়াছিলেন যে, ভয়ে তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল; তাঁহার হাতের বলয় শিথিল হইয়া গেল, তাঁহার হস্ত হইতে ব্যজন ভূমিতে পড়িয়া গেল; জ্ঞানশূন্যা হইয়া তিনি বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিতা হইলেন।

১৩২। **বাল্য-উপাসনা**—বাৎসল্যভাবে বাল-গোপাল শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা। **বালগোপালমন্ত্রে**—ষড়ক্ষর গোপালমন্ত্রে।

১৩৩। **পণ্ডিতের সনে**—গদাধর-পণ্ডিতের সঙ্গ-প্রভাবে। গদাধর-পণ্ডিত মধুর-ভাবে কিশোর-গোপালের উপাসক ছিলেন; তাই তাঁহার সঙ্গ-প্রভাবে বল্লভভট্টের মনে কিশোর-গোপালের উপাসনা করিবার বাসনা জন্মিল।

১৩৪। **পণ্ডিতের ঠাঞি**—গদাধর-পণ্ডিতের নিকটে। **মন্ত্রাদি**—কিশোর-গোপাল-উপাসনার মন্ত্র এবং

আমি পরতন্ত্র, আমার প্রভু 'গৌরচন্দ্র'।
তাঁর আজ্ঞা বিনু আমি না হই স্বতন্ত্র ॥ ১৩৫
তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন।
তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন ॥ ১৩৬
এইমত ভট্টের কথোদিন গেল।
শেষে যদি প্রভু তাঁরে সুপ্রসন্ন হৈল ॥ ১৩৭
নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা।
স্বরূপগোসাঞি জগদানন্দ গোবিন্দ পাঠাইলা॥১৩৮
পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহেন বচন—।
পরীক্ষিতে প্রভু তোমায় কৈল উপেক্ষণ ॥ ১৩৯
তুমি কেনে আসি তাঁরে না দিলে ওলাহন?।
ভীতপ্রায় হঞা কাঁহে করিলে সহন? ॥ ১৪০
পণ্ডিত কহে—প্রভু স্বতন্ত্র সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি।
তাঁর সনে হঠ করিব, ভাল নাহি মানি ॥ ১৪১
যেই কহেন সে-ই সহি নিজশিরে ধরি।
আপনে করিবে কৃপা দোষাদি বিচারি ॥ ১৪২

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভজন-প্রণালী আদি। বল্লভ-ভট্ট গদাধর-পণ্ডিতের নিকটে কিশোর গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। **এই কর্ম্ম**—মন্ত্রপ্রদানরূপ কর্ম্ম।

একেই বল্লভভট্টের টীকা শুনায় প্রভু এবং প্রভুর পার্ষদগণ গদাধর-পণ্ডিতের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; এখন আবার যদি তাঁহাকে দীক্ষা দেন, তাহা হইলে আর তাঁহার উপায় থাকিবে না। এসব ভাবিয়া তিনি ভট্টকে দীক্ষা দিতে অসম্মত হইলেন। পরবর্ত্তী দুই পয়ারে গদাধরের কথায় তাঁহার অসম্মতির কারণ বর্ণিত আছে।

১৩৫। **আমি পরতন্ত্র**—গদাধর-পণ্ডিত বলিলেন, "ভট্ট! আমার নিয়ন্তা আমি নহি; আমি পরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; পরের (প্রভুর) অধীন।" **আমার প্রভু গৌরচন্দ্র**—শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রই আমার প্রভু—নিয়ন্তা, পরিচালক। **তাঁর আজ্ঞা** ইত্যাদি—প্রভুর অনুমতি ব্যতীত আমি নিজের ইচ্ছামত তোমাকে দীক্ষা দিতে পারি না।

১৩৬। **ওলাহন**—দোষ; প্রণয়-রোষ।

১৩৮। **নিমন্ত্রণের দিনে**—যে দিনের জন্য প্রভু বল্লভভট্টের নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। **পণ্ডিতে বোলাইলা**—প্রভু গদাধর-পণ্ডিতকে ডাকাইলেন। **স্বরূপগোসাঞি** ইত্যাদি—গদাধর-পণ্ডিতকে আনিবার নিমিত্ত স্বরূপদামোদর, জগদানন্দ ও গোবিন্দকে প্রভু পাঠাইলেন।

১৩৯। **পরীক্ষিতে** ইত্যাদি—স্বরূপ-দামোদর বলিলেন—"গদাধর! প্রভু তোমার প্রতি যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তোমার প্রতি বাস্তবিক ক্রুদ্ধ হইয়া নহে—তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই প্রভু এরূপ করিয়াছেন।"

গদাধরের প্রণয়-রোষ দেখিবার নিমিত্ত প্রভুর অত্যন্ত ইচ্ছা; কিন্তু প্রভুর প্রতি তাঁহার ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান আছে বলিয়া প্রভুর প্রতি তাঁহার ক্রোধ জন্মে না; তাই প্রভু তাঁহার প্রতি রোষাভাস প্রদর্শন করিয়া, উপেক্ষা দেখাইলেন—উপেক্ষাতে তাঁহার ক্রোধ হয় কিনা, ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত।

১৪১। **স্বতন্ত্র**—প্রভু স্বতন্ত্র বলিয়া তাঁহার যখন যাহা ইচ্ছা হয়, তখন তাহাই করিতে পারেন, আমার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে, তিনি তাহা করিয়াছেন, আমি তাহাতে কি করিতে পারি। **সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি**—সর্ব্বজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তাই আমার মনের সমস্ত কথাই তিনি জানিতে পারেন।

প্রভুর প্রতি যে গদাধরের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান (রুক্মিণী-ভাবে) আছে, "স্বতন্ত্র" ও "সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি" কথা তাহার প্রমাণ।

হঠ করিব—বিবাদ করিব, অথবা বল প্রকাশ করিব।

এত বলি পণ্ডিত প্রভুর দ্বারে আইলা।
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা ॥ ১৪৩
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
সভা শুনাইয়া কহে মধুর বচন—॥ ১৪৪
আমি চালাইল তোমা, তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা, সকলি সহিলা ॥ ১৪৫
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরল ভাবে আমারে কিনিলা ॥ ১৪৬
পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা কহন না যায়।
'গদাধর-প্রাণনাথ' নাম হৈল যায় ॥ ১৪৭
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায়।
'গদাইর গৌরাঙ্গ' বলি যারে লোকে গায় ॥ ১৪৮
চৈতন্যপ্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে ?।
এক লীলায় বহে গঙ্গার শতশত ধারে ॥ ১৪৯
পণ্ডিতের সৌজন্য ব্রহ্মণ্যতা গুণ।
দৃঢ়প্রেমমুদ্রা লোকে করিল খ্যাপন ॥ ১৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪৩। **রোদন করিয়া** ইত্যাদি—পূর্ব্বোল্লিখিত কয় পয়ারে গদাধরের রুক্মিণী-ভাব দেখান হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসে রুক্মিণী যেমন ক্রুদ্ধা হইয়া কিছু বলেন নাই, বরং ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন; তদ্রূপ প্রভুর উপেক্ষায় গদাধর প্রভুর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েন নাই, কিছু বলেনও নাই; বরং ভীত হইয়া নিজের মনে দুঃখ ভোগ করিতেছিলেন, প্রভুর নিকটে আসিবার সাহসও তাঁহার ছিল না; পরে প্রভু যখন ডাকাইলেন, তখন ভয়ে ভয়ে তাঁহার চরণ-সান্নিধ্যে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। বোধ হয় এইরূপে তিনি প্রভুর চরণে ক্ষমা প্রার্থনাই করিলেন।

১৪৫। **আমি চালাইল তোমা**—আমি তোমাকে উত্তেজিত করিবার (ক্ষেপাইবার) চেষ্টা করিলাম। **না চলিলা**—উত্তেজিত হইলে না। **ক্রোধে কিছু না কহিলা**—ক্রুদ্ধ হইলেনা বলিয়া কিছু বলিলেও না।

১৪৭। **ভাবমুদ্রা**—মনের ভাব এবং বাহ্যিক আচরণ। **কহন না যায়**—অবর্ণনীয়। **গদাধর-প্রাণনাথ**—গদাধর-পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা প্রভুর বড়ই প্রীতিপ্রদ; প্রভুই যে তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব, তাঁহার ভাবমুদ্রায় তাহাই প্রকাশ পাইত। তাই প্রভুকে গদাধরের প্রাণনাথ বলা হয়। স্বরূপতঃও প্রভু গদাধরের প্রাণনাথই। প্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; আর গদাধরে শ্রীরাধিকা, শ্রীললিতা ও শ্রীরুক্মিণীদেবীর সমাবেশ; তাই প্রভু স্বরূপতঃ তাঁহার প্রাণনাথ। গদাধর প্রভুর নিজ-শক্তি।

যায়—যেহেতুতে।

১৪৮। গদাধর-পণ্ডিতের প্রতিও প্রভুর যে অনুগ্রহ তাহাও অবর্ণনীয়; এই অনুগ্রহের প্রাচুর্য্য দেখিয়াও প্রভুকে লোকে "গদাইর গৌরাঙ্গ" (গদাধরের গৌরাঙ্গ) বলিয়া থাকেন।

গায়—গান করে; কীর্ত্তন করে।

১৪৯। **একলীলায়** ইত্যাদি—পতিত-পাবনী গঙ্গার একটী প্রবাহ হইতেই যেমন শতশত শাখা বহির্গত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভুবন-পাবনী একটী লীলা-দ্বারাই নানা উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। বল্লভভট্ট-প্রসঙ্গে গদাধর-সম্বন্ধীয় একটী লীলা হইতে যে যে বিষয় প্রকটিত হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে বলা হইয়াছে।

গঙ্গার সঙ্গে প্রভুর লীলার উপমা দেওয়ায় লীলার ভুবন-পাবনত্ব সূচিত হইতেছে।

১৫০। **পণ্ডিতের**—গদাধর পণ্ডিতের। **সৌজন্য**—বল্লভভট্ট যখন গদাধরের নিকটে স্বকৃত ভাগবত-টীকা পড়িতেছিলেন, গদাধর সৌজন্যবশতঃই তখন তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারেন নাই। **ব্রহ্মণ্যতা গুণ**—ব্রাহ্মণের প্রতি যথোচিত সম্মান-প্রদর্শনরূপ গুণ; বল্লভভট্ট ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা লঙ্ঘন হইবে বলিয়াই গদাধর তাঁহাকে টীকা পড়িতে নিষেধ করেন নাই। "আভিজাত্যে পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন ॥ ৩।৭।৮১॥" **দৃঢ়-প্রেমমুদ্রা**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি গদাধরের প্রেমের দৃঢ়তা। প্রভুর উপেক্ষাতেও গদাধরের প্রেম শিথিল হয় নাই। **লোকে**

অভিমান-পঙ্ক ধুঞা ভট্টেরে শোধিল।
সেই দ্বারায় আর সব লোকে শিক্ষাইল ॥ ১৫১
অন্তরে অনুগ্রহ বাহ্যে উপেক্ষার প্রায়।
বাহ্য অর্থ যেই লয়, সে-ই নাশ যায় ॥ ১৫২
নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কার শক্তি ?।
সে-ই বুঝে গৌরচন্দ্রে দৃঢ় যার ভক্তি ॥ ১৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিল খ্যাপন—লোকের মধ্যে প্রচার করিলেন। প্রভুর প্রতি গদাধরের প্রেম যে কত দৃঢ়, উপেক্ষারূপ লীলা দ্বারা প্রভু তাহা সকলকে দেখাইলেন।

১৫১। **অভিমান-পঙ্ক**—অভিমানরূপ কর্দ্দম; অভিমানে চিত্তের মলিনতা জন্মে বলিয়া অভিমানকে পঙ্ক (কর্দ্দম) বলা হইয়াছে।

ধুঞা—ধৌত করিয়া, দূর করিয়া।

ভট্টেরে শোধিল—বল্লভভট্টের চিত্ত পবিত্র করিলেন। প্রভুর উপেক্ষাতেই ভট্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার চিত্তে অভিমান আছে বলিয়াই প্রভু তাঁহাকে উপেক্ষা করিতেছেন; তাহাতেই ভট্টের চিত্তে অনুতাপ জন্মিল—পরে প্রভুর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভট্ট প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিলেন। **সেই দ্বারায়**—উপেক্ষারূপ লীলাদ্বারা। **আর সব লোকে শিক্ষাইল**—মনে গর্ব্ব থাকিলে যে প্রভুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহা সকলকে শিক্ষা দিলেন। সৌজন্য, ব্রহ্মণ্যতা এবং দৃঢ় প্রেমমুদ্রার উৎকর্ষ-বিষয়েও শিক্ষা দিলেন।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে শ্রীপাদ বল্লভ-ভট্ট ছিলেন দ্বাপর-লীলার ব্যাস-তনয় শ্রীশুকদেব-গোস্বামী। "ভট্টো বল্লভনামাভূচ্ছুকো দ্বৈপায়নাত্মজঃ॥ গৌরগণোদ্দেশ। ১১০॥" সুতরাং তিনি যে শ্রীমদ্ ভাগবতের মর্ম্ম জানিতেন না, তাহা হইতে পারে না। তাঁহার চিত্তে অভিমান বা গর্ব্বও থাকার কথা নহে। কেবল জীবশিক্ষার জন্যই প্রভুর লীলাশক্তি তাঁহার চিত্তে গর্ব্ব ও অভিমান সঞ্চারিত করিয়াছেন—যাহার ফলে প্রভুর উপেক্ষাই তাঁহার প্রাপ্য হইয়াছিল। যাঁহার চিত্তে গর্ব্ব ও অভিমান বিদ্যমান থাকে, মহা পণ্ডিত হইলেও তিনি যে শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ, ভগবানের উপেক্ষাই যে তাঁহার একমাত্র প্রাপ্য—জীবগণকে ইহা শিক্ষা দেওয়াই লীলাশক্তির এই কৃপাভঙ্গীর গূঢ় রহস্য। তিনি শুকদেব ছিলেন বলিয়াই প্রভুর অন্তরে তাঁহার প্রতি কৃপা ছিল; উপেক্ষা কেবল বাহ্যিক—জীবশিক্ষার উদ্দেশ্যে।

একই লীলাদ্বারা প্রভু গদাধর-পণ্ডিতের সৌজন্য, ব্রহ্মণ্যতা এবং প্রেমমুদ্রা লোককে দেখাইলেন, এবং বল্লভ-ভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া তাঁহার চিত্ত শোধন করিলেন এবং আনুষঙ্গিক ভাবে জগতের লোককে গর্ব্বের অপকারিতাদি বিষয়ে শিক্ষা দিলেন।

১৫২। **অন্তরে অনুগ্রহ**—গদাধরের বা বল্লভ-ভট্টের প্রতি প্রভুর অন্তরে বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। ভট্টের প্রতি প্রভুর আন্তরিক অনুগ্রহ না থাকিলে উপেক্ষা দেখাইয়া তিনি ভট্টের চৈতন্য-সম্পাদনের চেষ্টা করিতেন না, ভট্ট যাহা বলিতেন, তাহাই শুনিয়া যাইতেন, কিছুই বলিতেন না; তাহাতে ভট্টের মনের গর্ব্ব অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যাইত; গদাধরের প্রতিও যদি প্রভুর আন্তরিক প্রসন্নতা না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার প্রণয়-রোষ দেখিবার নিমিত্ত প্রভুর আন্তরিক ইচ্ছা হইত না; তাঁহার সৌজন্য, ব্রহ্মণ্যতা এবং দৃঢ় প্রেমমুদ্রা লোককে দেখাইবার নিমিত্তও তাঁহার প্রতি বাহ্যিক উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন না।

বাহ্যে উপেক্ষার প্রায়—বাহিরে প্রভু ভট্ট বা গদাধরের প্রতি যে উপেক্ষা দেখাইয়াছেন, তাহাও বাস্তবিক আন্তরিক উপেক্ষা নহে, দেখিতে মাত্র উপেক্ষার মত মনে হইত।

বাহ্য অর্থ ইত্যাদি—প্রভুর অন্তরের অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বাহিরের উপেক্ষাকেই যাহারা প্রভুর আন্তরিক উপেক্ষা বলিয়া মনে করে, ভট্টের এবং গদাধরের নিকটে, এবং প্রভুর চরণেও তাঁহাদের অপরাধ হয়; সেই অপরাধে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে।

দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ।
প্রভু তাহাঁ ভিক্ষা কৈল লঞা নিজ-গণ ॥ ১৫৪

তাহাঁই বল্লভভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা ।
পণ্ডিতঠাঞি পূর্ব্বপ্রার্থিত সর্ব্ব সিদ্ধ কৈলা ॥ ১৫৫

এই ত কহিল বল্লভভট্টের মিলন ।
যাহার শ্রবণে পায় গৌরপ্রেমধন ॥ ১৫৬

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বল্লভ-
ভট্টমিলনং নাম সপ্তমপরিচ্ছেদঃ ॥ ৭ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৫৪ । **দিনান্তরে**—অন্য একদিনে । **তাহাঁ**—গদাধরের বাসায় ।

১৫৫ । **তাহাঁই**—গদাধরের বাসায়, নিমন্ত্রণের দিনে ।

পূর্ব্ব প্রার্থিত সর্ব্বসিদ্ধ—প্রভুর আজ্ঞা লইয়া ভট্ট গদাধরের নিকটে কিশোর-গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন ।